2

ANECDOTES

OF

VIRTUE AND VALOUR.

TRANSLATED INTO BENGALEE,

And printed with the English and Bengalee on opposite pages.

PART I.

FROM THE SERAMPORE PRESS.

1829.

সদগুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস।

সকল লোকের হিতার্থে বাঙ্গলা ভাষায় তর্জ্জমা

করা গেল।

তাহার এক দিগে ইঙ্গরেজী ও এক দিগে বাঙ্গলা।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮২৯।

ANECDOTES.

1. *Aristides.*

Aristides who lived in Athens before the Christian era, was so equitable in all things that he was honored with the sirname of "just" and acquired great influence over his fellow citizens. It was a custom among the Athenians to expel those citizens who had obtained such an ascendancy over the people, as appeared to endanger the stability of the government. On these occasions those who had a right to give their votes wrote the name of the person whom they desired to banish on a shell, and delivered it to the officers. Aristides was held in such general esteem, that it was determined thus to banish him from the city. On the day appointed for the decision of this question, he himself came into the assembly; and a man who stood near him and was unable to write, asked

ইতিহাস।

১ আরিষ্টৈডিস।

খ্রীষ্টীয়ান শকের পূর্ব্বে আরিষ্টৈডিসনামক এক জন আথেন্সনগরে বাস করিতেন। তিনি সকল কর্ম্মে এইমত যাথার্থিক ছিলেন যে তিনি যাথার্থ্যের উপাধিতে খ্যাত হইলেন এবং স্বনগরবাসিরা তাঁহার অতিবশতাপন্ন হইল। আথেনীয়লোকেরদের মধ্যে এই ব্যবহার ছিল যে লোকেরদের মধ্যে যাহারা এইমত মান্য হইতযে তদ্দ্বারা স্থাপিত রাজশাসনের স্থৈর্য্যের বিষয়ে সংশয় জন্মিত তাহারদিগকে নগরবহির্ভূত করিত। এই২ গতিকে যাহারদের তদ্বিষয়ে আপনারদের সম্মতি অসম্মতি দিতে অধিকার ছিল তাহারা যে ব্যক্তিকে নগরবহির্ভূত করণের ইচ্ছা করিত তাহার নাম এক ঝিনুকের উপরে লিখিয়া আমলারদিগকে দিত। আরিষ্টৈডিস লোকেরদের মধ্যেএমত মর্য্যাদান্বিত ছিলেন যে তাঁহাকে এইরূপে নগরবহির্ভূত করিতে নিশ্চয় করা গেল। এই কর্ম্মসম্পাদনের নিমিত্তে যে দিন নিরূপিত হইয়াছিলসেই দিবসে আরিষ্টৈডিস স্বয়ংসভার মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং তা

Aristides, whom he did not know, to write his name on a shell for him. Do you know Aristides then? asked he. No, replied the ignorant citizen. Has he injured you in any thing? enquired Aristides. No; but wherever I go I hear of nothing but of the justice of Aristides; and being weary of this repetition, I wish to have him banished. Aristides, without saying another word, took the shell and wrote his own name upon it. The assembly decreed that the unoffending Aristides should be banished for the excess of his justice.

2. *Aristides's reply.*

Aristides having to judge a cause between two litigants, one of them repeated all the injurious language which his adversary had used respecting Aristides. Relate rather, good friend, said he, the injury he

হার সমীপে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি আপনি লিখি তে নাপারতে আরিষ্টৈডিসকে না জানিয়া তাঁহা কে আপননাম ঝিনুকের উপরে লিখিতে যাক্রা ক রিল। আরিষ্টৈডিস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি তাঁহাকে জান মূর্খ প্রত্যুত্তর করিল না আমি তাঁহাকে জানি না। আরিষ্টৈডিস পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কখন তোমার হিংসা করিয়াছেন সে প্রত্যুত্তর করিল না। কিন্তু আমি যেখানে যাই সেই খানে আরিষ্টৈডিসের যাথা র্থিকতাব্যতিরেকে আর কিছু শ্রবণ করি না এবং ইহা পুনঃ শুনিতে বিরক্ত হইয়া আমি তাঁহাকে নগরবহির্ভূত করিতে চাহি। আরিষ্টৈডিস আর এক কথা না কহিয়া ঝিনুক লইলেন এবং তাহা তে আপননাম লিখিলেন। পরে সভাস্থ লোকেরা এই আজ্ঞা করিলেন যে অহিংসক আরিষ্টৈডিস কেবল আপনার যাথার্থ্যের আতিশয্যের নিমিত্তে নগরবহির্ভূত হইবে।

২ আরিষ্টৈডিসের উত্তর।

আরিষ্টৈডিসের দুই বিবাদির মোকদ্দমার বি চার করিতে হইল। তাহারদের মধ্যে এক জন আপন বিপক্ষ আরিষ্টৈডিসের বিষয়ে যত তিরস্কারবাক্য কহিয়াছিল তাহারপ্রসঙ্গ করিতে লাগিল। আরিষ্টৈডিস কহিলেন যে হে মিত্র তো

hath done thee; for it is thy cause, and not my own that I am to judge.

3. *Aristides and the poet.*

A poet having a cause before Aristides, entreated him to stretch a point in his favor; on which Aristides replied, If you contracted or lengthened your lines contrary to the just measure of poetry, you would not be a just poet; how then could I be esteemed a good judge, if I decided aught in opposition to law or justice.

4. *Solon.*

Anacharsis was accustomed to deride the mild laws of Solon, saying, that laws were like cobwebs; as the weak fly is caught in them, while the vigorous insect breaks through them, so the poor delinquent is caught in the web of the law, while the rich man breaks through it.

মার বিপক্ষ তোমার উপরে যে হিংসা করিয়াছে তাহা বর্ণনা কর যেহেতুক আমি আপনার মোকদ্দমা করিতে বসি নাই কিন্তু তোমার মোকদ্দমা।

৩ আরিষ্টৈডিস ও কবি।

আরিষ্টৈডিসের নিকটে এক জন কবির মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল কবি তাঁহাকে আপনপক্ষে ব্যবস্থা কিছু হেলাইয়া দিতে মিনতি করিল। তাহাতে আরিষ্টৈডিস এই উত্তর প্রদান করিলেন যে তুমি যদি কবির ব্যবস্থার বিপরীতে সূত্র ছোট বড় লিখিতা তবে কি প্রকৃত কবির মধ্যে গণ্য হইতা অতএব আমি যদি ন্যায় অথবা ব্যবস্থার বিপরীতে কিছু আজ্ঞা করি তবে আমি কিরূপে প্রকৃত বিচারকর্ত্তার মধ্যে গণ্য হইব।

৪ সোলন।

সোলনের কোমল ব্যবস্থার বিষয়ে আনাখার্সিস নিত্য উপহাস করিয়া কহিতেন যে ব্যবস্থা মাকড়সার জালের মত। যেমন দুর্ব্বল মক্ষিকা তাহাতে ধরা পড়ে এবং বলবান ভ্রমর তাহা ভাঙ্গিয়া পলায় তেমন দরিদ্র অপরাধী ব্যবস্থার জালের মধ্যে ধরা পড়ে কিন্তু ধনবান ব্যক্তি তাহা ভাঙ্গিয়া পলায়ন করে।

5. *Fabius and Hannibal.*

In the war between the Carthaginians and the Romans, Hannibal commanded the armies of the former, Fabius, those of the latter. An exchange of prisoners was agreed on between them on this condition, that he who had the fewer in number, should pay down in money the ransom of the remainder. On counting the prisoners, it was found that the Roman captives in the hands of the Carthaginians were two hundred and forty in excess. Fabius informed the Roman Senate of the particulars of the compact, and the excess of the prisoners, but they refused to ratify the contract or to send the money. They moreover reproached Fabius, with having engaged to free men who by their cowardice had fallen into disgrace. Fabius received the rebuke with calmness, but judged in his own mind that though it might be just to leave men in captivity who had behaved with such pusillanimity, yet it would be still more just to fulfil an

৫ ফেবিয়স ও হানিবাল।

কার্থেজের লোকেরদের সহিত রোমাণেরদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে হানিবাল পূর্ব্ব লিখিতেরদের অধ্যক্ষ এবং ফেবিয়স রোমাণেরদের সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারা এই নিয়মে পরস্পর যুদ্ধে ধৃত ব্যক্তিরদের পরিবর্ত্ত করিতে নিশ্চয় করিলেন যে যে পক্ষের ধৃত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হয় তিনি অবশিষ্ট ব্যক্তির পরিবর্ত্তে মুদ্রা প্রদান করিবেন। ধৃত ব্যক্তিরদের সংখ্যাকরণে ইহা দেখা গেল যে রোমাণেরদের দুই শত চল্লিশ জন অধিক ধৃত ব্যক্তি কার্থেজের সেনাপতির নিকটে আছে। তাহাতে ফেবিয়স রোমাণেরদের মহাসভাস্থের দিগকে ঐ সন্ধির বেওরা এবং ধৃত ব্যক্তির আধিক্য জানাইলেন কিন্তু তাঁহারা সেই সন্ধিপত্রে সহী করিতে অথবা টাকা প্রেরণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তাঁহারা আরো ফেবিয়সকে এই বিষয়ে ভৎর্সনা করিলেন যে তিনি আপনারদের নিঃসাহসে অপমানিত ব্যক্তিরদিগকে মুক্ত করিতে নিয়ম করিয়াছিলেন। ফেবিয়স তাঁহারদের তিরস্কার বাক্য অতিশয় ধৈর্য্যরূপে শুনিলেন কিন্তু এই বিবেচনা করিলেন যে যাহারা এই মত ভীতরূপে আচার করিয়াছিল তাহারদিগকে কয়েদে থাকিতে দেওয়া উপযুক্ত বটে কিন্তু স্বীকৃত নিয়ম পরি

engagement. Determining therefore that no stain should be fixed on the Roman name through any act of his, he sent his son to Rome to sell all his lands. His son having sold them, returned with the money which Fabius faithfully counted out to Hannibal.

6. *The King of Persia.*

An officer of one of the kings of Persia solicited him for some place, which if conferred, would have been an act of injustice. The king having afterwards heard, that it was in the prospect of obtaining thirty thousand rupees, that he had solicited the post, determined to pay that sum himself. Then calling the officer he ordered him to go to his treasurer for it, saying, receive it as a token of my friendship for you; a gift of this nature cannot make me poor, but to have granted your inequitable request would have made me poor indeed, for it would have made me unjust.

পূর্ণকরাপেক্ষা যাথার্থ্য আর কি অতএব তাঁহার কোন ক্রিয়াতে রোমাণেরদের নামে যে কলঙ্ক না হয় এতদর্থে তিনি আপন পুত্রকে আপনার সকল ভূমি বিক্রয় করিতে রুমনগরে প্রেরণ করিলেন। সে পিতার ভূমি বিক্রয় করিয়া টাকা লইয়া ফিরিয়া আইল এবং ফেবিয়স অতি যথার্থরূপে সেই সকল টাকা হানিবালকে গণিয়া দিলেন।

৬ পারসীদেশের বাদশাহ্ ।

পারসীদেশের বাদশাহের এক আমলা তাঁহার স্থানে এক পদ প্রার্থনা করিল সেই পদ তাহাকে দিলে অন্যায় হইত। সে ব্যক্তি ত্রিশ হাজার টাকা প্রাপণের লোভে সেই পদ প্রার্থনা করিয়াছিল বাদশাহ ইহা শুনিয়া আপনি সে টাকা দিতে স্থির করিলেন। অপর বাদশাহ্ আমলাকে ডাকিয়া ইহা কহিয়া তাহাকে সেই টাকা খাজাঞ্চির নিকটে লইতে হুকুম করিলেন যে তুমি তাহা আমার অনুগ্রহের চিহ্নের স্বরূপ গ্রহণ কর। এই প্রকার দানে আমি দরিদ্র হইব না কিন্তু তোমার অন্যায় প্রার্থনা পূর্ণা করিলে আমি সত্য দরিদ্র হইতাম যেহেতুক তাহাতে আমার অন্যায় ক্রিয়া হইত।

7. *Noushirvan.*

Noushirvan, the king of Persia, being out hunting one day, became desirous of eating some venison upon which some of his attendants went to a neighbouring village and took away a quantity of salt to season it with; but the King suspecting that they had brought the salt without paying for it, ordered them to return and pay its price. Then turning to his attendants, he said, this is a small matter in itself, but it is a great one as it regards me; for a King is an example to his subjects, and ought ever to be just; if I were to pluck only a single fruit from a poor man's tree without paying for it, my servants would the next day strip the tree of all its fruit.

8. *A Sovereign's duty.*

Solyman, the emperor of the Turks, having conquered the city of Belgrade, a poor woman complained bitterly to him that some of his soldiers had carried off her cattle in which her whole wealth consisted. You must have

৭ নৌশিরবান।

নৌশিরবাননামক পারসী দেশের বাদশাহ এক দিবস মৃগয়া করিতে২ হরিণের মাংস খাইতে ইচ্ছা করিলেন তাহাতে তাঁহার কএক অনুচর তাহা সুস্বাদু করণার্থে নিকটবর্ত্তি এক গ্রামে গমন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ লবণ লইল। তাহাতে বাদশাহের মনে এই সন্দেহ জন্মিল যে বিনামূল্যে অবশ্য লবণ আনিয়াছে অতএব তাহারদিগকে প্রত্যাগমন করিয়া তাহার মূল্য দিতে আজ্ঞা করিলেন। অপর অনুচরেরদের দিগে ফিরিয়া কহিলেন বাস্তবিক ইহা এক ক্ষুদ্র বিষয় বটে কিন্তু আমার সম্বন্ধে ইহা অতিভারি ব্যাপার কেননা বাদশাহ আপন প্রজার আদর্শ অতএব তিনি যাথার্থিক না হইলেই নয়। যদি আমি মূল্য না দিয়া দরিদ্র ব্যক্তির বৃক্ষহইতে কেবল একটি ফল পাড়ি তবে পর দিবসে আমার চাকরেরা গিয়া তাহার বৃক্ষে আর একটি ফলও রাখিবে না।

৮ রাজার নীতিকর্ম্ম।

তুরুকীয়েরদের বাদশাহ সোলিমান বেলগ্রেদ নগর দখল করিলে দরিদ্রা এক স্ত্রী রোদন করণপূর্ব্বক আসিয়া তাঁহার নিকটে এই নালিশ করিল যে কতক সৈন্য তাহার যে গবাদিতে তাহার সর্ব্বস্ব ছিল তাহা হরণ করিয়াছে বাদ

been in a deep sleep, said Solyman, not to have heard the robber. I did indeed sleep soundly, replied the woman, but it was in the confidence that you watched for the public safety. The Emperor, far from resenting her speech, made her ample amends for her loss.

9. *Hakim the Caliph.*

Hakim, the Caliph wishing to enlarge his palace, proposed to purchase from a poor woman, a piece of ground that lay contiguous to it, but as she refused to part with the inheritance of her forefathers, his officers seized the ground for the Caliph's use. The poor woman immediately complained of this outrage to the chief magistrate of the city who foresaw great difficulty in the affair. He therefore took a large empty sack, and mounting his horse, rode to the Caliph and besought permission to fill it with earth from his newly acquired garden. Hakim showed some surprize at the request, but allowed him to fill the sack. When this was completed, he

শাহ উত্তর করিলেন যে তুমি যদি ডাকাইতেরদের শব্দ না শুনিলা তবে সে সময়ে তোমার অবশ্য অতিশয় নিদ্রা ছিল। তাহাতে স্ত্রী এই প্রত্যুত্তর করিল যে আমি নিদ্রিত ছিলাম বটে কিন্তু এই ভরসাতে ঘুমাইলাম যে আপনি সকলের মঙ্গলের নিমিত্তে জাগ্রৎ ছিলেন। বাদশাহ তাহার এই কথাতে কিছু বিরক্ত না হইয়া তাহার হৃত বস্তু সকল ফিরিয়া দিলেন।

৯ হাকিম কালিফ।

হাকিমনামক কালিফ আপন রাজবাটীর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে মনস্থ করিয়া তাহার সন্নিহিত এক খণ্ড ভূমি এক দরিদ্র স্ত্রীর স্থানে ক্রয় করিতে প্রসঙ্গ করিলেন কিন্তু সে স্ত্রী আপন পৈতৃক অধিকার বিক্রয় করিতে সম্মত না হওয়াতে আমলারা কালিফের নামে তাহা বলপূর্ব্বক দখল করিল। দরিদ্র স্ত্রী এই অত্যাচারের বিষয়ে নগরের প্রধানাধ্যক্ষের নিকটে তৎক্ষণাৎ নালিশ করিল তিনি দেখিলেন যে এই বিষয় অতিশয় শঙ্কাজনক। অতএব তিনি একটা থৈলী লইয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক কালিফের নিকটে গমন করিয়া সেই থৈলী তাঁহার নবপ্রাপ্ত উদ্যানের মৃত্তিকাতে পরিপূর্ণ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হাকিম তাহার এই প্রার্থনাতে চমৎকৃত হইলেন কিন্তু তাহাকে ঐ থৈলী পরিপূর্ণ করিতে অ

farther besought the Caliph to assist him in lifting it on the ass. This extraordinary request surprized Hakim still more, but he only replied to the magistrate that it was too heavy. The judge then with an undaunted courage said, this sack, O sovereign, contains but a small portion of the ground you took by violence from the right owner. If you find it too heavy to bear, how will you sustain the weight of the whole, when you come to be judged of God ? The Caliph instantly restored to the poor woman all the land he had taken from her.

10. *Fatal effects of a bribe.*

A poor man in Turkey, had his house seized by his rich neighbour ; he held deeds which proved his right, but his opponent had hired a number of witnesses to invalidate them, and to secure his cause had presented the Cazi with 500 Rupees.

নুমতি প্রদান করিলেন। থৈলী পুর্ণ হইলে তিনি কালিফের নিকটে আরো এই যাজ্ঞা করিলেন যে গর্দ্দভের উপরে তাহা উঠাইতে আপনি আমার সহায়তা করুন। হাকিম এই অত্যাশ্চর্য্য নিবেদনে অধিক চমৎকৃত হইলেন কিন্তু কেবল এই উত্তর করিলেন যে তাহা অতিবাদ ভারী। তাহাতে নগরাধ্যক্ষ অদম্য সাহসপূর্ব্বক কালিফকে ই হা কহিলেন যে হে মহারাজ যে ভূমি আপনি বলের দ্বারা যথার্থাধিকারিণীহইতে হরণ করি লেন তাহার কেবল কিঞ্চিন্মাত্র এই থৈলীতে আ ছে যদি আপনি ইহার ভার এক্ষণে সহিতে না পারেন তবে ঈশ্বরের নিকটে বিচার হওনসম য়ে তাবৎ ভূমির ভার কিপ্রকারে সহিবেন। কা লিফ তৎক্ষণাৎ দরিদ্র স্ত্রীকে সেই হৃত ভূমি ফি রিয়া দিলেন।

১০ ঘুষের অশুভ ফল।

তুরুক দেশে এক ব্যক্তি দুঃখির গৃহ তাহার ধনবান প্রতিবাসী হরণ করিয়া লইল। দরিদ্রে র নিকটে আপন স্বত্ত সাব্যস্ত করণোপযুক্ত পাট্টাপ্রভৃতি সমুদায় ছিল কিন্তু তাহার বিপক্ষ সেই পাট্টাপ্রভৃতি অপ্রমাণকরণার্থে কতক বঝলি য়াকে টাকা দিয়া আনিল এবং মোকদ্দমাতে জয়িহওনার্থে কাজীকে পাঁচ শত টাকা ঘুষ দিল।

When the cause came into court, the poor man told his story, and produced his writings but could bring forward no witnesses to substantiate them. His adversary, having a number of hired witnesses, laid the whole weight of his cause on their evidence, and requested the Cazi to decree the property in his favor on the ground that the poor man had failed to establish his right.

The Cazi on this drew from under his seat the five Hundred Rupees which he had received as a bribe, and flinging the bag with indignation at the opulent oppressor, said, if the poor man has no witnesses to substantiate his case, I now produce five hundred to invalidate your claim. Having said this, he decreed the cause in his favor.

11. *The father and the son.*

A grocer in the city of Smyrna had a son who by his own talents and industry rose to the rank of Naib Cazi; in this capacity he visited the markets and inspected the

মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইলে দরিদ্র ব্যক্তি সকল বেওরা কহিল এবং পাট্টাপ্রভৃতি দাখিল করিল কিন্তু তাহা প্রমাণ করণার্থে কোন সাক্ষিকে উপস্থিত করিতে পারিল না। তাহার শত্রুর আপন পক্ষে অনেক মিথ্যা সাক্ষিথাকাতে সে আপন মোকদ্দমার তাবৎ ভার সাক্ষিরদের উপরে রাখিল এবং দরিদ্র ব্যক্তি যে তাহার স্বত্ত সাব্যস্ত করিতে পারিল না ইহা কহিয়া কাজীকে ডিক্রী করিতে প্রার্থনা করিল।

কাজী ইহাতে আপনার আসনহইতে যে পাঁচ শত টাকা ঘুষ পাইয়াছিলেন তাহার থৈলী বাহির করিয়া অতিশয় কোপপূর্ব্বক ধনবান অত্যাচারির উপরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন যে যদ্যপি দরিদ্র ব্যক্তির আপন মোকদ্দমা সাব্যস্তকরণার্থে সাক্ষী নাই তথাপি তোমার দাওয়া যে মিথ্যা ইহার আমি এই পাঁচ শত সাক্ষী দিই ইহা কহিয়া তিনি দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে মোকদ্দমা ডিক্রী করিলেন।

১১ পিতা ও পুত্র।

স্মর্ণানামক নগরে এক বণিকের পুত্র আপন গুণ ও পরিশ্রমের দ্বারা কাজীর নায়েবী পদপ্রাপ্ত হইল এই পদের উপলক্ষে সকল উন্মান ও পরিমাণের

weights and measures. His father was in the habit of using false weights, but trusting to his relationship refused to conceal them before the periodical inspection. The Naib, coming to his shop desired him to produce his weights; instead of obeying, however, he evaded the order with a laugh. But his son was inflexible and ordered his servants to bring forth the weights, and after an impartial examination finding them false, condemned them to be destroyed, and sentenced the culprit to pay a fine, and to receive 50 strokes of the ratan.

The punishment was inflicted in his presence, after which the Naib leaped from his horse, threw himself at his father's feet, and bathing them with his tears, said, I have discharged my duty father to God and to my sovereign; permit me now by my respect and submission to acquit myself of the debt I owe to you. Justice is the attribute of God; it is blind, it has no regard to

তদারক করণার্থে সে সকল হাটসন্দর্শন করিতে গেল। তাহার পিতা কমী বাটখারা লইয়া ব্যবহার করিত কিন্তু আপন কুটুম্বিতার উপরে ভরসা রাখিয়া সাময়িক তদারককরণের পূর্ব্বে তাহা গোপন করিতে ত্রুটি করিল। নায়েব তাহার দোকানে পঁহুছিয়া তাহার বাটখারা বাহিরে আনিতে তাহাকে আজ্ঞা করিল কিন্তু সে হাস্য করত টালমটাল করিতে লাগিল। পরে তাহার পুত্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনার ভৃত্যকে বাটখারা বাহির করিতে আদেশ করিল এবং অতি সূক্ষ্মরূপে বিচারকরণের পর তাহা কমী দেখিয়া তাহা ভাঙ্গিতে হুকুম দিল এবং দোষী ব্যক্তির জরীমানা করিয়া পঞ্চাশ বেত্রাঘাত করিতে হুকুম দিল।

সেই দণ্ড তাহার সম্মুখে করা গেল এবং তাহার পর নায়েব আপন অশ্বহইতে অবরোহণ করিয়া আপনার পিতার পদতলে পতিত হইয়া অতিশয় রোদনপূর্ব্বক কহিল যে হে পিতঃ ঈশ্বরের নিকটে এবং রাজার নিকটে যে কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল তাহা এক্ষণে আমি সম্পূর্ণ করিলাম সম্প্রতি আদর ও বিনয়ের দ্বারা আপনার নিকটে আমার যে ন্যায্য কর্ম্ম তাহা আমি সম্পন্ন করিতেছি। যথার্থতা ঈশ্বরের এক গুণ যথার্থতা অন্ধ কুটু

the ties of kindred; you had offended against the laws of your country, and therefore deserved the punishment you have received, but that it was destined to be inflicted by me is a matter of the most poignant grief. Behave better for the future, and instead of censuring me, pity me for being reduced to so distressing a condition.

The whole city was filled with astonishment at this decision, and a report of it having been made to the grand Signior, he promoted the Naib to the office of Mufti.

12. *Henry of England.*

Henry the 5th of England, when prince, was in the habit of associating with a band of licentious men who lead him into all kinds of vice. A servant of his was indicted for a misdemeanor and condemned to punishment; the prince was so incensed at the result of the trial that he rushed into the court and commanded his servant to be set at li-

ম্বিতার উপর কিঞ্চিন্মাত্রাবলোকন করে না তুমি আপনার দেশের ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলা অতএব যে দণ্ড তুমি পাইয়াছ তাহা যথার্থ কিন্তু সেই দণ্ড যে আমার আজ্ঞার দ্বারা হইল ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়। উত্তরকালে উত্তম ব্যবহার কর এবং আমাকে অনুযোগ না করিয়া বরং যে আমি এই মত দুঃখকর অবস্থায় পড়িয়াছি এ বিষয়ে আমাকে দয়া কর।

নগরস্থ তাবৎ লোক এই ফৈসালা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল এবং ইহার সমাচার মহারাজের নিকটে পঁহুছিলে তিনি নায়েবেক মুক্তীর পদ প্রদান করিলেন।

১২ ইংগ্লণ্ডদেশের হেনরি

ইংগ্লণ্ডদেশের পঞ্চম হেনরি বাদশাহ যখন যুবরাজ ছিলেন তখন তিনি কতক জন লম্পটের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন ঐ লম্পটেরা তাঁহাকে সকল প্রকার অত্যাচারকরণে লওয়াইল। তাঁহার এক জন চাকর কোন অপরাধে নালিশগ্রস্ত হইয়া তাহার দণ্ডাজ্ঞা হইল। যুবরাজ ঐ মোকদ্দমার এরূপ নিষ্পত্তিহওয়াতে এমত রাগান্বিত হইলেন যে তিনি হঠাৎ আদালতে দৌড়িয়া আপনার ভৃত্যকে মুক্ত করিতে আজ্ঞা

berty. The presiding judge Gascoigne, mildly reminded him of the respect due to the ancient laws of the realm, and advised him to apply to his father the king for a pardon, since he alone had the power of granting it. The prince unappeased by this just answer, turned towards his servant and attempted to take him by force out of the hands of the officers; upon which the judge commanded him to leave the court. Henry was roused to a fury, and rushed to the judgment seat, with the intention of assaulting the judge; but he sitting unmoved, and regarding him with a stern countenance thus addressed him; "Sir, remember your own dignity. I here hold the place of your father. In his name, therefore, I command you to desist from this unlawful enterprize, and henceforth not to set such an example before those who will hereafter be your subjects. For the contempt of the court and disobedience of the laws which you have shewn, I commit you to prison, where you are to re-

করিলেন। তৎসময়ে গেস্কোইননামক জজ সভা পতি ছিলেন। তিনি অতিশয় বিনয়পূর্ব্বক তাঁ হাকে কহিলেন যে দেশের প্রাচীন ব্যবস্থার মর্য্যাদা রক্ষাকরা তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য এবং আপনার পিতার স্থানে ভৃত্যের নিমিত্তে ক্ষমা প্রার্থনাকরণার্থে আপনাকে পরামর্শ দি যেহে তুক তিনিব্যতিরিক্ত অন্য সকল লোক ক্ষমা করণে অক্ষম। যুবরাজ এই যথার্থ প্রত্যুত্তরে ক্ষান্ত না হইয়া আপনার চাকরের প্রতি ফি রিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে দণ্ডনায়কেরদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে উদ্যোগ করিলেন। তাহা তে জজসাহেব তাঁহাকে আদালতহইতে প্রস্থান করিতে হুকুম দিলেন। যুবরাজ ইহাতে রাগা নলে প্রজ্বলিত হইয়া জজসাহেবের উপরে অত্যা চারকরণার্থে বিচারাসনপর্য্যন্ত ধাবমান হইলে ন। বিচারকর্ত্তা ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া অতিশয় কঠিনরূপে তাহার উপর দৃষ্টি পাত করিয়া কহিলেন যে হে মহাশয় আপন গৌরবের স্মরণ কর আমি এই স্থানে আপনকার পিতার প্রতিনিধিস্বরূপ আছি অতএব তাঁহার নামে আমি তোমার এই উদ্যোগ নিবৃত্ত করিতে আজ্ঞা দি এবং ইহার পর আপনার ভাবি প্র জারদের সম্মুখে এরূপ অত্যাচার দর্শাইও না। তুমি যে আদালতের অবজ্ঞা ও আজ্ঞালঙ্ঘন করি য়াছ এইহেতুক আমি তোমাকে কারাগারে প্রের

main until the pleasure of your father be known."

The prince sensible by this time of the insult he had offered to one invested with his father's dignity, went with the officers to prison without resistance. His father on hearing of the circumstance released his son, exclaiming, "How happy is the king who has a judge possessed of such courage! How much greater is his happiness who possesses a son willing to submit to the punishment inflicted on him for a breach of the laws!"

When the prince on the death of his father came to the throne, he thoroughly reformed his conduct, and became one of the noblest monarchs who ever swayed the British sceptre. He also sent for the chief justice and highly extolled his courage, and said, that if all his judges possessed equal courage he should esteem himself a fortunate monarch.

13. *Fire purifies every thing.*

Louis the fourteenth, the king of France, par-

ণ করিতেছি এবং যেপর্য্যন্ত এ বিষয়ে তোমার পিতার আজ্ঞা না পাওয়া যায় সেপর্য্যন্ত তোমার কারাগারে থাকিতে হইবে।

যুবরাজ অতঃপর আপন পিতার মহিমাভূষিত ব্যক্তির যে এরূপ অমর্য্যাদা করিয়াছেন এবিষয়ে সচেতন হইলেন ও কিছু প্রতিবন্ধকতা না করিয়া পদাতিকেরদের সহিত কারাগারে গমন করিলেন। তাঁহার পিতা এই বিবরণ অবগত হইয়া পুত্রকে মুক্ত করিয়া কহিলেন যে এরূপ সাহসী জজ যে বাদশাহের নিকটে থাকে সে বাদশাহ ধন্য কিন্তু যে বাদশাহের এইমত পুত্র থাকেন যে তিনি আজ্ঞালঙ্ঘনের শাস্তি সহিবেন সে রাজা তাহাহইতে ধন্য।

যুবরাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে তিনি আপনার অসদাচার একেবারে পরিত্যাগ করিলেন এবং যাঁহারা ইংগ্লণ্ডের মধ্যে রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছেন তাঁহারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমরূপে গণ্য হইলেন আরো তিনি ঐ জজসাহেবকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার সাহসের প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে এমত সাহস যদি আমার সকল জজের হইত তবে আমি আপনাকে সৌভাগ্য জ্ঞান করিতাম।

১৩ অগ্নিতে সকলের সংস্কার হয়।

ফ্রান্সদেশের বাদশাহ চতুর্দ্দশ লুইস অতিশয়

doned a nobleman who had committed a very heinous crime. The chancellor, hastened to him, and said, Sire, if you pardon him, justice will be violated. The king replied, I have already given him my promise, how can I retract? fetch me the great seal. The seal having been brought, the king affixed it to the pardon, and returned it to the chancellor. The chancellor with a noble courage replied, I cannot receive it, Sire, it is polluted. What a dilemma, exclaimed the king, you are an impracticable man. Having said this, he threw the pardon into the fire. Now, replied the chancellor, I will take the seal back with pleasure, for fire purifies all things.

14. *Supremacy of the Laws.*

A merchant in England brought a suit against the king of Spain, and obtained a decree against him. The embassador of the Spanish king, however, refused to pay the money; on

ঘোরাপরাধগ্রস্ত এক ওমরার অপরাধ ক্ষমা করিলেন। তাঁহার প্রধান বিচারকর্ত্তা তৎ ক্ষণাৎ তাঁহার সন্নিধানে আসিয়া কহিলেন যে ম হারাজ তাহাকে ক্ষমা করিবেন না করিলে যথা র্থতা নষ্ট হয়। রাজা কহিলেন আমি ঐ বিষয় অঙ্গীকার করিয়াছি কি রূপ অন্যথা করি অতএব রাজমোহর আমার নিকটে আন। তাহাতে ঐ মোহর তাঁহার নিকটে আনা গেলে তিনি ঐ ক্ষমা পত্রে মোহর করিয়া পুনর্ব্বার প্রধান বিচারকর্ত্তা কে দিলেন। কিন্তু তিনি অতিপ্রশংসনীয় সাহস পূ র্ব্বক রাজাকে কহিলেন যে মহারাজ আমি তাহা পুনর্ব্বার সংস্পর্শ করিতে পারি না তাহা অপবিত্র হইয়াছে। বাদশাহ কহিলেন কি দায় তোমার সঙ্গে কোন প্রকারে পারা যায় না। ইহা কহিয়া তিনি সেই ক্ষমাপত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে বিচারকর্ত্তা কহিলেন যে মহারাজ এখন আমি মোহর পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারি যেহে তুক অগ্নিতে সকল বস্তুর সংস্কার হয়।

১৪ ব্যবস্থার মহিমা।

ইংগ্লণ্ড দেশস্থ এক বণিক্ স্পান দেশের রাজার নামে নালিশ করিয়া আপন পক্ষে ডিক্রী প্রাপ্ত হইল। কিন্তু স্পান রাজার প্রতিনিধি আপন প্র ভুর পক্ষ হইয়া সেই টাকা দিতে অস্বীকার করি

which the judge pronounced a sentence of outlawry against the king. On hearing this the embassador immediately paid down the money, because there were at that time various suits depending between the king of Spain and the English merchants in the Courts, and till the sentence of outlawry should be reversed the king could not plead in the court, and would consequently be a great loser.

15. *The Emperor of Russia.*

When the embassador of Peter, the emperor of Russia, was arrested in England for debt, his master expressed his astonishment that the individual who represented him should be treated with such indignity. But when he was informed that the king of England himself had no power to dispense with the laws of the kingdom, he was overcome with surprize.

16. *Impartiality.*

One of the judges of England in passing

ল তাহাতে জজসাহেব স্থানের রাজাকে ব্যবস্থার উপকারের বহীর্ভূত করিলেন। ইহাতে ঐ প্রতিনিধি তৎক্ষণাৎ সেই ডিক্রীর টাকা দিলেন যেহেতুক তৎসময়ে আদালতে স্থানীয় রাজার ইংগ্লণ্ডীয় বণিকেরদের সহিত অনেক মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল এবং যেপর্য্যন্ত সেই ব্যবস্থা বহির্ভূতের আজ্ঞা অন্যথা না করা যাইত সেইপর্য্যন্ত স্থানীয় রাজা কোন বিষয়ে সওয়ালজওবাব করিতে পারিতেন না এবং তাঁহার অনেক ক্ষতি হইত।

১৫ রুস দেশের বাদশাহ।

যখন রুসীয় বাদশাহ পিতরের উকীল ইংগ্লণ্ড দেশে ঋণের নিমিত্তে কয়েদ হইল তখন তাহার প্রভু আপনার প্রতিনিধি যে এইরূপ অপমান গ্রস্ত হইল এতদ্বিষয়ে আশ্চর্য্য দর্শাইলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে ইংগ্লণ্ড দেশের রাজা স্বয়ং দেশের ব্যবস্থার বিপরীত কোন কর্ম্ম করিতে অক্ষম তখন তিনি একেবারে আশ্চর্য্যোতে মগ্ন হইলেন।

১৬ অপক্ষপাতিতা।

ইংগ্লণ্ডদেশে এক জন জজসাহেব দেশের

through the country, observed an elegant new church; on hearing the name of the individual who had built it, he enquired whether it were not the same man who had a suit in his court, and being informed that it was, replied, he shall fare none the worse for having built a church. The next day, the gentleman hearing of the circumstance, sent the judge a present of fruit and poultry. The judge sent it back to him immediately, saying, he shall not fare the better for his fruit and poultry.

17. *Paying for a Buck.*

About a hundred and fifty years ago an English judge, remarkable for his equity received a present of a buck from a gentleman, who had a suit in court. When the cause came to be heard, the judge enquired whether the complainant was not the individual who had sent him a buck, and on being informed that it was, he refused to hear the cause until he had paid for the buck. The

মধ্যে ভ্রমণ করতং সুগ্রথিত নূতন এক গ্রীজাঘর দেখিলেন। পরে গ্রন্থনকর্ত্তার নাম শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে যে ব্যক্তির মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত আছে সে এই কি না। যখন শুনিলেন যে সেই বটে তখন তিনি কহিলেন যে গ্রীজাগৃহ গ্রন্থনেতে তাহার মোকদ্দমার কিছু ব্যাঘাত হইবে না। পর দিবসে সেই সাহেব ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জজসাহেবের নিকটে ফলমুর্গীইত্যাদি সামগ্রী উপঢৌকন পাঠাইয়া দিল। জজসাহেব তৎক্ষণাৎ সেই সামগ্রী ফিরিয়া পাঠাইয়া কহিলেন যে এই ফলমুর্গীইত্যাদিতে তাহার মোকদ্দমার কিছু মঙ্গল হইবে না।

১৭ হরিণের মূল্যদেওন।

দেড় শত বৎসর হইল যথার্থ বিষয়েতে অতিশয় সুখ্যাত ইংগ্লণ্ডদেশের এক জন জজসাহেব যে সাহেবের মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত ছিল তাহার নিকটহইতে এক হরিণ উপঢৌকন পাইলেন। মোকদ্দমার শুননি হইলে জজসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমার নিকটে যে ব্যক্তি হরিণ পাঠাইয়াছিল সেই কি এই ফরিয়াদী নহে। যখন তিনি শুনিলেন যে সেই বটে তখন তাহাকে হরিণের মূল্য না ফিরিয়া দেওয়াপর্য্যন্ত তাহার মোকদ্দমা শুনিতে অস্বীকার করিলেন।

plaintiff said that he never sold his venison, and appealed to the officers of the court, whether he had not adopted the same practice towards all the judges who had sat on the bench. Though his declaration was confirmed by them all, the judge continued inflexible, and ordered the price of the buck to be counted out in court to the gentleman before he would begin the cause.

18. *The Dutch and the Hottentots.*

In the year 1787 there happened a dispute between the Dutch and the Hottentots at the Cape of Good Hope. A Dutchman had been killed by a Hottentot, upon which the Dutch summoned the chief of that people to find the offender and to punish him according to their own laws. The punishment was thus inflicted: The Hottentots making a great fire, brought forward the criminal attended by his friends and relations, who after enjoying a great feast and much dancing, took leave of him. The culprit having been previously in-

রিয়াদী কহিল যে আমি কদাচ হরিণের মাংস বি
ক্রয় করি না এবং আদালতের সকল আমলা
লোকেরদিগকে প্রমাণ মানিল যে যত বিচার
কর্ত্তারা বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন সেই সক
লের সঙ্গে কি এইরূপ ব্যবহার করি নাই। তা
হারা সকলেই ইহাতে সম্মতি দিলেও জজসাহেব
অলড় রহিলেন এবং মোকদ্দমা আরম্ভকরণের
পূর্ব্বে হরিণের মূল্য ঐ সাহেবকে গণিয়া দিতে আ
জ্ঞা করিলেন।

১৮ হলণ্ডীয়েরা এবং হটণ্টটেরা।

১৭৮৭ সালে উত্তমাশা অন্তরীপ অর্থাৎ কেপে
হলণ্ডীয়েরদের হটণ্টটেরদের সঙ্গে এক বিরোধ হ
ইল। এক জন হটণ্টট হলণ্ডীয় এক ব্যক্তিকে বধ
করিল তাহাতে হলণ্ডীয়েরা সেই জাতীয়েরদের
অধ্যক্ষকে অপরাধির অন্বেষণপূর্ব্বক আপনারদের
ব্যবস্থানুসারে তাহার দণ্ড করিতে তলব করিলেন।
সেই শাস্তি এই রূপে করা গেল হটণ্টটেরা এক
মহাগ্নি করিয়া অপরাধি ব্যক্তিকে আপনার কু
টুম্ব ও মিত্রেরদের সমভিব্যাহারে বাহিরে আনিল
অপর তাহারা এক মহাভোজে আমোদ করিয়া
তাহার স্থানে বিদায় লইল এবং তাহাকে মত্ত
করিয়া যেপর্য্যন্ত তাহার বল ক্ষীণ না হইল

toxicated, and made to dance till his strength was exhausted, was thrown into the fire.

Some time after, one of the Dutch factory killed a Hottentot, upon which the chief men of the tribe came and demanded the death of the offender, but as he was the ablest accountant in the whole factory, the Dutch were anxious to save him. They therefore contrived this expedient. Having appointed a day for his execution, they erected a scaffold and set him upon it. Soon after the executioner presented him with a glass of brandy set on fire. The criminal received the potion with much pretended reluctance, with his hands shaking, and his limbs trembling. At last he swallowed the draft, and instantly pretended to fall down dead, on which the Dutch speedily covered him with a blanket, and removed him. The Hottentots seeing this, set up a great shout and exclaimed, the Dutch are more just than we. We only put our criminal into the fire, but they have put

সেপর্য্যন্ত তাহাকে নাচাইল অনন্তর তাহাকে অগ্নির মধ্যে নিঃক্ষেপ করিল।

কতক কাল পরে হলণ্ডীয়েরদের কুঠীর এক ব্যক্তি এক জন হটণ্টটকে খুন করিল ইহাতে সেই জাতীয়েরদের প্রধানেরা আসিয়া অপরাধি ব্যক্তির প্রাণ দণ্ডের দাওয়া করিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি কুঠীর মুহুরিরদের মধ্যে চতুর ছিল একারণ তাহাকে বাঁচাইবার নিমিত্তে হলণ্ডীয়েরা অতি চেষ্টান্বিত হইলেন। অতএব তাঁহারা এই উপায় করিলেন তাহার দণ্ডকরণের এক দিন নিরূপণ করিয়া এক মঞ্চ গাঁথিলেন ও তাহাকে তাহার উপরেরাখিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে জল্লাদ তাহাকে অগ্নিসংযুক্ত এক গ্লাস ব্রাণ্ডি সরাব দিল। অপরাধি ব্যক্তি ছলপূর্ব্বক অনেক টালমটাল করিয়া ধৃত হস্তে কম্পান্বিত পদে সেই পেয় দ্রব্য লইল। পরে তাহা পান করিল এবং তৎক্ষণাৎ মৃতরূপে পতিতহওনের মত দর্শন দিল। হলণ্ডীয়েরা অবিলম্বে তাহাকে একখান কম্বলেতে আবৃত করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। হটণ্টটেরা ইহা দেখিয়া এক মহাধ্বনি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল যে হলণ্ডীয়েরা আমারদের অপেক্ষা যাথার্থিক আমরা স্বদেশস্থ অপরাধিকে অগ্নির মধ্যে ফেলিলাম কিন্তু তাঁহারা স্বদেশস্থ অপরাধির মধ্যে অগ্নি দি

fire into their criminal. Let no one imagine however that the Dutchman died, for the burning brandy occasioned him no injury.

19. *Thermopylœ.*

The Grecian history abounds with examples of great heroism, but few actions have received greater praise from all mankind, than the noble conduct of Leonidas and his three hundred Spartans. Xerxes the monarch of Persia, invaded Greece with a mighty army, which according to some historians amounted to three millions of men. Leonidas was sent with an army of seven thousand men to repel the invaders. He placed himself in a narrow defile between two mountains, through which the Persians were constrained to pass before they could enter Greece. The name of the defile was Thermopylœ.

Xerxes advanced with his whole army to the straits, and never fancying for a moment that the Greeks would obstruct his passage,

য়াছেন। ইহাতে কেহ বোধ না করুন যে সে হল
গুীয় মরিল কেননা সে অগ্নিযুক্ত সরাবে তাহার
কিঞ্চিন্মাত্র হানি হয় নাই।

১৯ থরমোপীলে।

গ্রীক দেশের বিবরণে মহাসাহসের অনেক দৃ
ষ্টান্ত আছে কিন্তু লিয়োনিডাস এবং তাঁহার ত্রি
শত স্পার্ত্তা দেশীয় লোকের অতিশয় যুদ্ধ সাহ
সের কীর্ত্তি যেরূপে সকল লোককর্ত্তৃক প্রশংসনীয়
হইয়াছে প্রায় এমত আর কোন কীর্ত্তি নাই।
জর্কসেসনামক পারসী দেশের বাদশাহ মহাসৈ
ন্য লইয়া গ্রীক দেশের উপর আক্রমণ করিলেন
কোন২ ইতিহাসবেত্তারা কহেন যে তাঁহার সৈন্য
দলে ত্রিশ লক্ষ লোক ছিল। তাঁহার আক্রমণ
নিবারণার্থে লিয়োনিডাস সাত সহস্র সৈন্যর স
হিত প্রেরিত হইলেন। যে দুই পর্ব্বতের মধ্যের
অপ্রশস্ত পথ দিয়া পারসীয়েরা গ্রীক দেশের ম
ধ্যে প্রবেশ করিবে সেই পথের মধ্যে লিয়োনিডাস
অবস্থিতি করিলেন সেই স্থানের নাম থরমোপী
লে।

জর্কসেস আপন তাবৎ সৈন্য লইয়া সেইপথের
মধ্যে অগ্রসর হইলেন তিনি এমত মনেও করেন
নাই যে গ্রীকেরা সেই পথে তাঁহার গমনাবরোধ

waited four days in expectation that they would certainly betake themselves to flight. At length he sent to Leonidas and commanded him to deliver up his arms. "Come thyself and take them," replied the Spartan chief. Transported with rage, he ordered his army to fall on the Greeks, to take them alive and bring them to him in fetters; but the army of the Persians had no sooner begun the attack than it was speedily obliged to retire. The next day they renewed the combat, but with no better success.

Xerxes having lost all hope of making his way through the Greek troops who were determined to conquer or die, was greatly perplexed, till one Epealtes informed him of another path over the mountains by which the Greeks might be attacked in the rear. Xerxes upon this secretly dispatched ten thousand men upon this expedition. In the mean time Leonidas, satisfied in his own mind of the impossibility of bearing up against the ene-

করিবে। অতএব তাহারা যে নিতান্ত পলায়ন করিবে এই অপেক্ষাতে তিনি সেখানে চারি দিবস স্বচ্ছন্দে থাকিলেন। অবশেষে তিনি লিয়োনিডাসের নিকটে লোক পাঠাইয়া তাহার অস্ত্র সমর্পণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। স্পার্ত্তার অধ্যক্ষ এই প্রত্যুত্তর করিলেন যে আপনি আগমনপূর্ব্বক তাহা লও। তাহাতে তিনি রাগেতে উন্মত্ত হইয়া আপন সৈন্যেরদিগকে গ্রীকেরদের উপর পড়িয়া পায়ে বেড়ি দিয়া তাহারদিগকে জীবৎ ধরিয়া আনিতে হুকুম করিলেন কিন্তু পারসীয়েরদের সৈন্য গ্রীকেরদের উপরে আক্রমণ করিবামাত্র তাহারদিগের পলায়নের আবশ্যক হইল। পর দিবসে তাহারা পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিল কিন্তু তাহা তদ্রূপ নিষ্ফল হইল।

অপর জর্ক্সেসের গ্রীকের সৈন্যেরদের মধ্যদিয়া পথকরণের আশা ভগ্না হইল যেহেতুক গ্রীকের সৈন্যেরা জয় করিতে অথবা সেখানেই মরিতে নিশ্চয় করিয়াছিল। ইতিমধ্যে ইপিয়াল্টিসনামক এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে কহিল যে পর্ব্বতের উপর দিয়া অন্য এক পথ আছে তদ্দ্বারা পশ্চাৎহইতে গ্রীকেরদের উপরে আক্রমণ করা যায়। অতএব জর্ক্সেস সেই উদ্যোগে গুপ্তরূপে দশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে লিয়োনিডাস বিপক্ষেরদিগকে নিবারণকরণে অক্ষম আপনাকে জা

my, desired his allies to return, while he with his three hundred Spartans remained with a determination to fight at the risk of their lives. His allies having retired, Leonidas and the three hundred who continued with him, far from indulging any hopes of either conquering or escaping, looked upon Thermopylœ as their grave. When Leonidas advised them to take some nourishment, saying that they should all sup together at night with Pluto, they set up with one accord a shout of joy.

At the dawn of the morning, Xerxes advanced with his whole army again on the three hundred Greeks. Leonidas advanced to the broadest part of the pass, and bravely repulsed the enemy, but fell in the combat. Two of the brothers of Xerxes immediately advanced to seize his body, but the Greeks covered it with invincible courage; four times did the Persians rush on the body, and four times were they repulsed. Both the brothers of Xerxes and many other brave commanders

নিয়া আপনার সহকারি সৈন্যেরদিগকে স্বং দেশে প্রত্যাগমনকরণার্থে পরামর্শ দিলেন কিন্তু তিনি ও তাঁহার তিন শত স্পার্ত্তার সৈন্যেরা সেখানে অবস্থিতি করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন। তাঁহার মিত্র যোদ্ধারা এরূপে প্রস্থান করিলে লিয়োনিডাস ও তাঁহার তিন শত সহযোদ্ধা বিপক্ষেরদিগকে জয় করিতে অথবা সেই স্থানহইতে মুক্ত হইতে আশা না করিয়া থরমোপীলে আপনারদের কবরের ন্যায় জ্ঞান করিলেন। যখন লিয়োনিডাস তাহারদিগকে ইহা কহিয়া কিছু আহার করিতে আহ্বান করিলেন যে রাত্রির ভোজন যমের সঙ্গে হইবে তখন তাহারা একেবারে জয়ধ্বনি করিল।

পর দিবস প্রত্যূষে জর্কসেস আপন তাবৎ সৈন্য লইয়া পুনর্ব্বার তিন শত গ্রীকেরদের উপরে পড়িলেন। লিয়োনিডাস সেই পথের অত্যন্ত প্রশস্ত স্থানে গমন করিয়া অতিসাহসপূর্ব্বক বিপক্ষেরদিগকে তাড়াইলেন কিন্তু তিনি সেই যুদ্ধেতে মারা পড়িলেন। জর্কসেসের দুই ভ্রাতা তৎক্ষণাৎ তাঁহার শব কাড়িয়া লইতে অগ্রসর হইলেন কিন্তু গ্রীকেরা অসমসাহসপূর্ব্বক তাহা আবরণ করিল। চারিবার পারসীরা শবের উপর আক্রমণ করিল এবং চারিবারই নিবারিত হইল। জর্কসেসের দুই ভ্রাতা এবং অন্য২ বীর্য্যবান

fell under the swords of the Greeks. At this juncture, the ten thousand troops sent with Epealtes, appeared inauspiciously on the brow of the mountain behind the Greeks, who at the sight of them retired into the narrowest part of the pass and drew close to each other. The Persians now pressed on these heroes in front and in the rear, and a dreadful conflict ensued. The Greeks overwhelmed but not conquered, fought on till every individual save one, was slain; and the single refugee on reaching his own city with the news of the action, was treated as a coward with universal contempt.

20. *Cesar.*

When Cesar the Roman General was advised by his friends to be more cautious and not to move about among the common people without being armed, replied, "He that lives in fear of death, feels its torments every moment. I will feel its torments but once."

সেনাপতিরা গ্রীকেরদের করবালের তলে মারা প
ড়িল। এই সময়ে ইপিয়াল্টিসের সঙ্গে যে দশ সহস্র
সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা গ্রীকেরদের
পশ্চাৎ পর্ব্বতের শৃঙ্গে অশুভ দর্শন দিল। তাহার
দিগকে দেখিয়া গ্রীকেরা সেই পথের অতিশয়
অপ্রশস্ত স্থানে হটিয়া নেদিষ্ঠ হইল। অপর
পারসীরা এই বীরেরদের সম্মুখে ও পশ্চাৎ দি
গে ঠেকা দিতে লাগিল এবং তুমুল উপস্থিত হ
ইল। গ্রীকেরা পরাজিত না হইয়া বরং চাপা
পড়িয়া যেপর্য্যন্ত একজনমাত্র জীবৎ রহিল
সেপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল। এবং সেই এক পলাতক
ব্যক্তি স্বনগরে যখন যুদ্ধের সম্বাদ লইয়া পঁহুছিল
তখন সকলেই তাহাকে ভীরুজ্ঞান করিয়া হেয়
জ্ঞান করিল।

২০ কাইসর।

যখন রোমাণের সেনাপতি কাইসরকে তাঁহার
মিত্রেরা এই পরামর্শ দিল যে আপনি অধিক সাব
ধান হইবা এবং ইতর লোকেরদের মধ্যে অস্ত্রে
তে সুসজ্জিত না হইয়া ভ্রমণ করিবা না তখন তিনি
এই প্রত্যুত্তর করিলেন যে যিনি মৃত্যুর ভয় করিয়া
কালক্ষেপণ করেন তিনি প্রতিক্ষণ তাহার যন্ত্রণা
ভোগ করেন আমি সেই মৃত্যুর যন্ত্রণা কেবল এক
বার ভোগ করিব।

21. *An English Earl.*

Seward, a noble English Earl, several hundred years ago was famed for his undaunted spirit. He had sent his son to fight the Scots, but the youth fell in the battle. His father on hearing of his death only enquired, whether the wounds of which he died, were in the face or in the back. On being told that they were all in the forepart; I am rejoiced to hear it, replied he; for who would wish nobler death for himself or his relatives.

22. *A Spartan.*

A Spartan had painted a fly on his shield; on which his friends rallied him, by saying that he wished thereby to avoid being known. You are deceived, replied he; I shall go so near my enemies that they will not fail to recognize me.

২১ ইংগ্লণ্ডদেশের কুলীন।

কএক শত বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডদেশের সিও য়ার্ডনামক উত্তম এক জন কুলীন অদম্য সাহসের বিষয়ে অতিশয় খ্যাত হইলেন। তিনি স্কটলণ্ডী য়েরদের সহিত আপন পুত্ত্রকে যুদ্ধকরণার্থে প্রে রণ করিলেন কিন্তু যুদ্ধেতে যুবা মরিল। তাহার পিতা পুত্ত্রমরণের সম্বাদ শুনিয়া কেবল ইহা জি জ্ঞাসা করিলেন যে তাহার সাংঘাতিক আঘাত মুখে না পৃষ্ঠে হইয়াছে। যখন তাঁহাকে কহা গেল যে তাহার সকল আঘাত সম্মুখ দিগে হই য়াছে তখন তিনি কহিলেন যে তাহা শ্রবণে আ মার সন্তোষ জন্মে। আপনার কি আপনার পরিজনের নিমিত্তে ইহাঅপেক্ষা কে সৌভাগ্যম রণের প্রার্থনা করে।

২২ স্পার্ত্তাদেশীয়।

স্পার্ত্তাদেশের এক জন আপন ঢালের উপ রে এক মক্ষিকার আকার করিল। ইহাতে তা হার মিত্রেরা তাহাকে ঠাট্টা করিয়া কহিল যে ইহাতে তুমি যে যুদ্ধে অজ্ঞাত থাক এই অভি প্রায়ে তাহা করিয়াছ। তিনি কহিলেন যে না তোমরা ভুলিয়াছ আমি বিপক্ষেরদের এই মত নেদিষ্ঠ হইব যে বিপক্ষেরা আমাকে অবশ্য চি নিতে পারিবে।

23. *General Meadows.*

General Meadows, who was renowned for his valour,being out on a reconnoitering party near Seringapatam, a large shot struck the ground a little before him, and was moving with much velocity against him. The general instantly stopped his horse and moved out of the way; he then took off his hat and making a profound bow to the ball as it passed, said, I beg you to proceed, I never dispute the road with any gentleman of your family.

24. *Combat with a lion.*

An English Earl in the reign of Edward the Third of England, was celebrated for his bravery, and became a great favorite with his sovereign. This naturally created envy, and his enemies taking advantage of the king's absence, one day instigated the queen to try his courage by letting a lion in upon him, saying that if the Earl were truly noble, the lion would not touch him. The queen lis-

২৩ জেনরল মেড়োস।

সাহসেতে খ্যাত জেনরল মেডোস শ্রীরঙ্গপটনের নিকটে যুদ্ধবিষয়ের অনুসন্ধানার্থে এক দিন ভ্রমন করিতেছিলেন ইতিমধ্যে তাঁহার সম্মুখে একটা মহাগুলী মৃত্তিকার উপরে পড়িয়া অতিবেগে তাঁহার প্রতিকূলে আসিতেছিল। জেনরল সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার ঘোটককে স্থগিত করিয়া পথের একপার্শ্বে কিছু হটিলেন। পরে আপন টুপি খুলিয়া গুলি তাঁহার নিকট দিয়া গমনসময়ে তাহাকে অতিশয় বিনয়পর্ব্বক সেলাম করিয়া কহিলেন যে আপনি প্রস্থান করুন আপনার স্বজাতীয়ের সঙ্গে আমি পথের বিষয়ে কদাচ বিরোধ করি না।

২৪ সিংহের সঙ্গে সংগ্রাম।

ইংগ্লণ্ডদেশের তৃতীয় এড্বার্ডের রাজত্বকালে সাহস বিষয়ে অতিপ্রশংসিত ইংগ্লণ্ডীয় এক জন কুলীন রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেন। ইহাতে সুতরাং অন্যেরদের ঈর্ষা জন্মিল এবং তাঁহার বিপক্ষেরা এক দিবস বাদশাহের অবর্ত্তমান কালে সুযোগ দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে এক সিংহ ছাড়িয়া দেওনের দ্বারা তাঁহার সাহসের পরীক্ষা করিতে রাণীকে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া কহিল যদি কুলীন নিতান্ত সদ্বংশজ হন তবে সিংহ

tened to their advice, and a lion was consequently turned in upon him early the next morning. The Earl awakening out of his sleep, perceived the lion, growling near him. But not in the least daunted, he called out with a commanding voice to the lion: Stand. At these words, it is said the lion crouched at his feet, to the great amazement of his envious enemies, who were looking in upon him from a window. The Earl then seized the lion by his mane, turned him into his cage, and placing his night-cap on his head, came forth without ever casting a look behind him. Then looking round on his adversaries he exclaimed, let him that has noble blood in his veins now go in and fetch my night cap off his head.

25. *Conflict at sea.*

In the year 1756, an English ship of war which carried two hundred men, attacked a French vessel of war, and after a very smart action took her. A few days after, another

তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। রাণী তাহারদের পরামর্শ শ্রবণ করিলেন এবং পর দিবস অতিপ্রত্যূষে কুলীনের সম্মুখে এক সিংহ ছাড়িয়া দেওয়া গেল। কুলীন নিদ্রাহইতে উঠিয়া আপন নিকটে গর্জন করত এক সিংহকে দেখিলেন। কিন্তু তিনি কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া অত্যুচ্চৈঃস্বরে সিংহকে কহিলেন যে দাঁড়াও। এমত কথিত আছে যে ইহা কহিবামাত্র সিংহ অতিনম্ররূপে তাঁহার পদতলের নিকটে বসিল তাঁহার বিপক্ষেরা খিড়কী দিয়া উকী মারত তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইল। অপর কুলীন সিংহের জটা ধরিয়া তাহাকে আপন পিঁজরাতে ঠেলিয়া দিলেন এবং তাহার মস্তকোপরি আপনার রাত্রির টুপি রাখিয়া পশ্চাৎদিগে একবারও নিরীক্ষণ না করিয়া বাহিরে প্রস্থান করিলেন। অপর আপনার শত্রুরদিগকে অবলোকন করিয়া কহিলেন যে এখন তোমারদের মধ্যে যাঁহার শিরে সৎকুলীনের রক্ত থাকে তিনি গমনপূর্ব্বক সিংহের মস্তক হইতে আমার সেই টুপি আনুন।

২৫ সমুদ্রের উপরে যুদ্ধ।

১৭৫৬ সালে দুই শত লোকধারি ইংগ্লণ্ডীয় এক যুদ্ধজাহাজ ফ্রান্সীয় এক যুদ্ধজাহাজের উপরে আক্রমণ করিল এবং শক্ত যুদ্ধের পর তাহা

French vessel, of twice the size of the English vessel, bore down upon her, and having taken the prize, put some of her men into her, and both the French vessels then attacked the English ship; on this a most desperate engagement ensued, which lasted an hour and a half. In it the French captain, his lieutenant and two-thirds of the crew were killed, and on the side of the English, the Captain, almost all his officers and nearly the whole of the crew lost their lives. The English fought with such gallantry that when their vessel was taken, only twenty-six out of two hundred were alive, and of these sixteen had lost either their arms or legs, and the remaining ten were all wounded.

26. *The Dey of Algiers.*

When Admiral Keppel was sent to the Dey of Algiers to demand the restitution of two ships which had been taken by Algerine pirates, he sailed into the harbour, and cast anchor in front

লইল। কতক দিবসের পর ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজ হইতে দ্বিগুণ বড় অন্য এক ফ্রান্সীয় জাহাজ পালি উড়াইয়া তাহার উপরে ধাবমান হইল এবং হৃত ফ্রান্সীয় জাহাজ পুনর্ব্বার হস্তগত করিয়া তাহাতে আপনার কতক লোক দিয়া ঐ দুই ফ্রান্সীয় জাহাজ ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজের উপরে পড়িল। তাহাতে তুমুল যুদ্ধ ঘটিল এবং তাহা দেড় ঘণ্টা ব্যাপিয়া হইল। তাহাতে ফ্রান্সীয় কাপ্তান ও তাঁহার হুদ্দাদার ও মল্লারদের তিন অংশের দুই অংশ মারা পড়িল। ইংগ্লণ্ডীয়ের দিগে কাপ্তান সাহেব ও সকল হুদ্দাদার ও প্রায় তাবৎ মল্লারা মারা পড়িল। ইংগ্লণ্ডীয়েরা এমত সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন যে তাঁহারদের জাহাজ ফ্রান্সীয়েরদের হস্তগত হওন সময়ে দুই শত লোকের মধ্যে কেবল ছাব্বিশ জন জীবিত রহিল এবং তাহারদের মধ্যে ষোল জনের কাহার হাত ও কাহার পা উড়িয়া গিয়াছিল এবং অবশিষ্ট দশ জনের প্রত্যেকে আঘাতী হইয়াছিল।

২৬ আলজির্সের রাজা।

যখন আলজির্স দেশের বোম্বেটিয়াকর্ত্তৃক হৃত ইংগ্লণ্ডীয় দুই জাহাজের দাওয়াকরণার্থে আডমিরাল কেপল আলজির্সের রাজার নিকটে

of the Dey's palace. He then landed, with only his own Captain and the crew of his barge, and demanded an audience of the Dey. On being introduced to him, the English admiral demanded satisfaction for the injuries which had been done to his Brittanic Majesty's subjects. Surprized at his boldness, the Dey said, he wondered at the insolence of the king of England in sending a beardless boy to menace him. The admiral replied with a smile that if the king of England had reflected that wisdom resided in the beard, he would have sent him a he-goat. Enraged at this reply, the Dey ordered his executioner to attend with the bow string, telling the admiral he should pay for his insolence with his life. Unmoved by this menace, the English admiral took him to the window and opening it, showed him the English ships of war lying at anchor, and said that if he touched a single hair of his head, those vessels would in a sin-

প্রেরিত হইলেন তখন তিনি পালি তুলিয়া বন্দরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজগৃহের সম্মুখে নঙ্গর করিলেন। অপর আপন জাহাজের কাপ্তান সাহেবকে এবং নৌকার মল্লারদিগকে সঙ্গে করিয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকরণের অভিপ্রায় জানাইলেন। সাক্ষাৎ হইলে ইংগ্লণ্ডীয় আডমিরল ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের প্রজারদের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার নিশাকরণার্থ দাওয়া করিলেন। তাঁহার সাহসেতে রাজা অতিশয় চমৎকৃত হইয়া কহিলেন যে ইংগ্লণ্ডের বাদশাহ এইরূপে আমাকে ধমকাওনার্থে শ্মশ্রুরহিত এক বালককে পাঠান তাঁহার কিপর্য্যন্ত গর্ব্ব। জাহাজপতি হাস্যকরণপূর্ব্বক কহিলেন যদি ইংগ্লণ্ডের রাজা ইহা ভাবিতেন যে বুদ্ধি শ্মশ্রুতে বাস করে তবে তিনি আপনার নিকটে এক ছাগল পাঠাইতেন। এই উত্তরে রাজা অতিশয় রাগান্বিত হইয়া ফাঁসীর দড়ি লইয়া আপন জল্লাদকে আসিতে আজ্ঞা করিলেন এবং জাহাজপতিকে বলিলেন যে তোমার এই প্রাগল্ভ্যেতে আমি তোমার প্রাণদণ্ড করিব। কিন্তু জাহাজপতি ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া রাজাকে খিড়কীর নিকটে লইয়া গেলেন এবং তাহা খুলিয়া তাঁহাকে নঙ্গর করা ইংগ্লণ্ডের যুদ্ধজাহাজ দর্শাইয়া কহিলেন যে যদি তুমি আমার মস্তকের এক কেশ স্পর্শ কর তবে অর্দ্ধ

gle half hour level his palace with the ground. The Dey knowing that what the admiral threatened the English vessels would perform, made immediate restitution for all the losses which the English merchantmen had suffered.

27. *Sailor's wife.*

In one of the engagements between the French and the English, a woman assisted at one of the guns on the ship of the English admiral. The admiral coming up to her enquired who she was, to which she replied that she could not leave her husband and had therefore accompanied him by stealth on the ship; that he was wounded and carried below to the surgeon, and that she was supplying his place at the gun. When the action was over, the admiral reprimanded her for her breach of orders, by coming on board, but rewarded her with ten guineas for so gallantly supplying her husband's place.

ঘণ্টার মধ্যে সেই জাহাজ তোমার রাজবাটী সমভূমি করিবে। রাজা জানিলেন যে জাহাজ পতি তর্জনপূর্ব্বক যাহা কহিতেছে তাহা ইংগ্ল ণ্ডীয় জাহাজ অবশ্য সম্পূর্ণ করিবে অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ ইংগ্লণ্ডীয় বণিকেরদের সকল ক্ষতি পূর্ণ করিয়া দিলেন।

২৭ মল্লার স্ত্রী।

ফ্রান্স ও ইংগ্লণ্ডীয়ের এক যুদ্ধে ইংগ্লণ্ডের জা হাজপতির জাহাজে এক জন স্ত্রী লোক তো পের সেবা করিতেছিল। জাহাজপতি তাহার নি কটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কে। সে প্রত্যুত্তর করিল যে আমি আপন স্বামিকে ত্যাগ করিতে না পারাতে ছলে তাঁহার সঙ্গে জাহাজের উপরে আসিয়াছি তিনি আঘাতী হই য়া নীচে চিকিৎসকেরদের হস্তে আছেন আমি তাঁ হার প্রতিনিধিস্বরূপ এই তোপের কার্য্য করিতে ছি যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে সে আজ্ঞোল্লঙ্ঘন করি য়া যে জাহাজে আসিয়াছিল ইহাতে জাহাজ পতি তাহাকে চেতাইলেন কিন্তু যে এইরূপ অ সম সাহসপূর্ব্বক আপন স্বামির প্রতিনিধি হইয়া কর্ম্ম করিল ইহাতে তাহাকে এক শত টাকা পারি তোষিক দিলেন।

28. *Courage of a soldier.*

In the year 1743, a private in an English regiment of horse at a battle in Germany of the name of Thomas Brown distinguished himself for his intrepidity. After having had two horses killed under him and lost two fingers of his left hand, seeing the regimental standard borne off by one of the enemy, he gallopped into the midst of them and shot the soldier who had the ensign. Then seizing it he thrust it in between his thigh and the saddle, and fought his way alone through the hostile ranks, and though covered with wounds bore it in triumph to his comrades, who rent the air with their cheers. In this valiant exploit, Brown received eight wounds in his face head and neck; three balls went through his hat, and two lodged in his back. He recovered from his wounds so far as to be able again to serve in the army, but being ultimately found disqualified for service, he retired on a pension.

২৮ সৈন্যের সাহস।

১৭৪৩ সালে ইংগ্লণ্ডীয় অশ্বারূঢ় তামস ব্রৌণ নামক এক জন সিপাহী জর্ম্মণিদেশের এক যুদ্ধেতে সাহসদ্বারা অতিশয় সুখ্যাত হইল। তাহার নীচে দুই অশ্ব হতহওন ও তাঁহার বাম হস্তের দুই অঙ্গুলি গুলিদ্বারা উড়িয়া যাওনের পর সে দেখিল যে তাহার দলের ধ্বজা শত্রুরদের এক জন কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছে অতএব আপন অশ্ব লইয়া সে তাহারদের মধ্যে অতিবেগে দৌড়িয়া যে সিপাহীর হস্তে ধ্বজা ছিল তাহাকে গুলি মারিল। তৎক্ষণাৎ সেই ধ্বজা কাড়িয়া লইয়া আপন ঊরু দেশ ও জিনের মধ্যস্থানে তাহা রাখিয়া একাকী যুদ্ধ করত বিপক্ষেরদের শ্রেণীহইতে আঘাতেতে আবৃত বাহিরে আসিয়া সেই ধ্বজা পুনর্ব্বার আপনার সহযোদ্ধারদের নিকটে জয়ংশব্দে আনিয়া দিল তাহারদেরও জয়ধ্বনি আকাশপর্য্যন্ত ব্যাপিল। এই কীর্ত্তিতে ব্রৌণের মুখ ও মস্তক ও গলদেশের আট স্থানে আঘাত হইয়াছিল তাহার টুপী দিয়া তিন গুলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং তাহার পৃষ্ঠ দেশে দুইটা গুলি বসিয়াছিল। তথাপি সে এমত স্বাস্থ্য পাইল যে পুনর্ব্বার যুদ্ধকরণক্ষম হইল কিন্তু অবশেষে অক্ষম হইয়া বার্ষিক মুশাহেরা পাইয়া যুদ্ধ ব্যবসায় ত্যাগ করিল।

29. *Fighting Quaker.*

The Quakers a sect of religionists in England and America, hold it unlawful to fight on any occasion. A few years ago an American vessel was chased by a privateer, on which the captain determined to turn round and fight, although his ship was inferior in size. There was a Quaker passenger on board who refused to assist at the guns, but notwithstanding the shower of bullets continued coolly walk to up and down the deck of the ship. The privateer at length came up to the vessel, and attempted to board her; but the Quaker approaching the first man of the enemy who had entered the ship, seized him by the collar and threw him overboard, saying, Friend, what business hast thou here ?

30. *Fidelity to a fallen master.*

In the year 1688 happened the great revolution in England, by which king James was

২৯ যোদ্ধৃ কোএকর।

ইংগ্লণ্ড ও আমেরিকা দেশে কোএকরনামক এক ধর্ম্মের মতাবলম্বিরা কোন যোগে যুদ্ধ করিতে অযথাশাস্ত্র জ্ঞান করেন। কতক বৎসর হইল আমেরিকীয় এক জাহাজের পশ্চাৎ এক বোম্বেটিয়ার জাহাজ ধাবমান হইল তাহাতে কাপ্তান সাহেব আপন জাহাজ বিপক্ষ জাহাজহইতে ক্ষুদ্র হইলেও তাহা ফিরাইয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন। সেই জাহাজের উপরে এক জন কোএকর চড়নদার ছিলেন এবং তিনি বন্দুকের কোন কার্য্যকরণে স্বীকৃত হইলেন না কিন্তু বিপক্ষেরদের গোলাবৃষ্টি কিছু না মানিয়া নিশ্চিন্তরূপে জাহাজের উপরে ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে বোম্বেটিয়া জাহাজের অতিনিকটে আসিয়া লোকদ্বারা তাহার উপরে চড়াউ করিতে উদ্যোগ করিল কিন্তু ঐ কোএকর বিপক্ষেরদের যে প্রথম ব্যক্তি জাহাজে প্রবেশ করিল তাহার নিকটে আগমনপূর্ব্বক গলা ধরিয়া তাহাকে জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন হে মিত্র তোমার এখানে কি কর্ম্ম।

৩০ পতিত প্রভুর প্রতি ভক্তি।

১৬৮৮ সালে ইংগ্লণ্ডদেশে রাজপরিবর্ত্তন হইল তাহাতে জেমসনামক বাদশাহ সিংহা

deprived of the throne and king William advanced to it. After this change, and the recognition of William as king by the estates of the realm, it of course became a treasonable offence to correspond with the exiled king. One of the ministers of state, a particular friend of James was detected in corresponding with him. For this offence by the laws of the kingdom he deserved death, but William thought it wiser to make such a man his friend than to destroy him. He therefore sent for the Earl, produced those letters before him, and commending his fidelity to his former master, expressed a warm desire to have him for his friend. Having said this he threw the letters into the fire, and thus delivered the Earl from all fear, for there was no proof of his crime beside the letters. The Earl, delighted with this magnanimity became one of the most faithful servants of the new king.

সনভ্রষ্ট হইলেন ও রাজা উলিয়ম তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন। এই পরিবর্ত্তনানন্তর যখন রাজসমাজকর্ত্তৃক উলিয়ম বাদশাহ রাজার ন্যায় স্বীকৃত হইলেন তখন সুতরাং তাড়িত রাজার সঙ্গে লিখনপঠন করণ রাজবিদ্রোহ অপরাধের ন্যায় গণ্য হইল। রাজ্যভ্রষ্ট জেম্‌সের অতি আত্মীয় এক জন মন্ত্রী তাঁহার সঙ্গে লিখন পঠন করণে ধৃত হইলেন। এই অপরাধে তিনি রাজ ব্যবস্থানুসারে প্রাণদণ্ডের যোগ্য হইলেন বটে কিন্তু উলিয়ম ইহা বঝিলেন যে তাঁহাকে বিন ষ্টকরাঅপেক্ষা তাঁহাকে আপন মিত্র করা পরা মর্শ সিদ্ধ। অতএব তিনি সেই কুলীনকে আ পন নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহার সে চিঠী তাঁহাকে দেখাইলেন এবং তাঁহার প্রাচীন ম নিবের সঙ্গে যে বিশ্বস্ততা করিয়াছিলেন ইহাতে তাহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে তুমি যে আ মার মিত্র হও ইহা আমার অতিশয় বাঞ্ছা। ইহা কহিয়া তিনি সেই চিঠী অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং এই ক্রিয়াদ্বারা সেই কুলীনকে সকল ভয় হইতে মুক্ত করিলেন যেহেতুক সেই চিঠীব্যতি রিক্ত তাঁহার অপরাধের অন্য কিছু প্রমাণ ছিল না। কুলীন নূতন রাজার এই মহাপুরুষত্ব দেখি য়া আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার সকল চাকরেরদের মধ্যে অতিবিশ্বস্ত এক চাকর হইলেন।

31. *Astonishing tenderness of the female sex.*

The duke of Bavaria having made war on the Emperor Conrad, the Emperor beseiged him in his castle, and though the duke defended it to the last extremity, yet he was obliged to capitulate. All those who were in the Castle feared the Emperor's wrath; the wife of the duke, therefore, sent to him to beg that she and the ladies who were with her might be permitted to leave the Castle without any molestation, to proceed to a place of safety and to take whatever they could carry with them. The Emperor fancying that they demanded this favor only to save their gold, silver and jewels, granted his permission. But he was struck with amazement when he perceived the dutchess moving out of the Castle with her husband on her back, and all the ladies, bending beneath the load of their respective lords. The Emperor was touched with the tenderness and courage of the ladies who considered their husbands as their true treasures

৩১ স্ত্রীবর্গের আশ্চর্য্য কোমলান্তঃকরণ

বাবেরিয়ার অধ্যক্ষ কনরাড় বাদশাহের প্রতি কূলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বাদশাহ তাঁহাকে আপন গড়ে বেষ্টন করিলেন এবং ঐ অধ্যক্ষ শেষাবস্থাপর্য্যন্ত বাদশাহের আগমন নিবারণ করিয়াও শেষে আপনার গড় সমর্পণ করিতে হইল। দুর্গস্থিত সকল লোক বাদশাহের ক্রোধের বিষয়ে অতিশয় কম্পান্বিত হইল অতএব ঐ অধ্যক্ষের স্ত্রী বাদশাহের নিকটে ইহা নিবেদন করিলেন যে তিনি এবং তাঁহার সমভিব্যাহারি স্ত্রী লোকেরা নিরুদ্বেগে দুর্গহইতে প্রস্থান করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে যাইতে এবং আপনারদের সঙ্গে তাহারা যাহা লইয়া যাইতে পারে তাহা লইয়া যাইতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আপনারদের স্বর্ণ ও রৌপ্য ও মণিপ্রভৃতির রক্ষণার্থে যে সেই স্ত্রী এই অনুগ্রহ চাহিল বাদশাহ ইহা বুঝিয়া অনুমতি প্রদান করিলেন। কিন্তু যখন বাদশাহ দেখিলেন যে সেই স্ত্রী আপন প্রভুকে স্কন্ধে করিয়া এবং অন্য সকল স্ত্রী লোক আপন২ স্বামির ভারে ভারাক্রান্তা হইয়া নির্গমন করিতেছে তখন বাদশাহ আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। অতএব এই যে স্ত্রীরা আপনারদের স্বামিকে আপনারদের সত্য ধন জ্ঞান করিয়া স্বর্ণ ও মণিপ্রভৃতি

and esteemed them more than gold and jewels. He commended their fidelity, and having treated them with a splendid feast, came to a sincere accomodation with the Duke.

32. *Fidelity of servants.*

When Marius the Roman general returned to Rome, he determined to extirpate his enemies, and despatched his emissaries in every direction to put them to death. The high ways were filled with the monuments of his cruelty. Among other persons whom he sought to slay was Cornutus; but his servants were attached to him with unshaken fidelity. They concealed him in a safe place, and taking a dead body, suspended it by a beam; then putting a gold ring on its fingers pointed it out to the executioners as the body of their master. They afterwards buried it with great pomp; no one suspected the truth, and their master

অপেক্ষা বহুমূল্য বোধ করিয়া এমত সাহস ও কোমলতা প্রকাশ করিল ইহা দর্শনে বাদশাহ স্বয়ং কোমল হইলেন। তিনি তাহারদের ভক্তির অতিশয় প্রশংসা করিলেন এবং তাহারদিগ্কে উত্তম ভোজ দিয়া অধ্যক্ষের সঙ্গে অত্যকপট সন্ধি করিলেন।

৩২ চাকরের বিশ্বস্ততা।

মারিয়াসনামক রোমাণ সেনাপতি রোম নগরে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার শত্রুরদিগকে উচ্ছিন্ন করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং তাহারদিগকে সংহারকরণার্থে সর্ব্বত্র আপনার পরিচারকেরদিগকে প্রেরণ করিলেন। ইহাতে রাজপথ তাঁহার নির্দয়তার চিহ্নেতে পরিপূর্ণ হইল। যাহারদিগকে তিনি বধ করিতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন তাহারদের মধ্যে কর্ণুটস নামে এক জন ছিলেন কিন্তু তাঁহার ভৃত্যেরা অলঙ্ঘনীয় বিশ্বস্ততার দ্বারা তাঁহার সঙ্গে বদ্ধ ছিল। তাহারা তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া একটা মৃত শব কড়ি কাষ্ঠে টাঙ্গাইয়া রাখিল এবং তাহার অঙ্গুলিতে স্বর্ণের আঙ্গটি দিয়া জল্লাদেরদিগকে কহিল যে ইনি আমারদের প্রভু। অপর তাহারা অতিসমারোহপূর্ব্বক সেই শবের কবর দেওয়াইল এবং কেহ তদ্বিষয়ে কিছু সন্দেহ ক

was in the mean time conveyed beyond the reach of danger.

33. *Damon and Pythias.*

Dionysius the tyrant of Syracuse, a man of unfeeling disposition condemned Damon to death. Damon obtained permission to visit his wife and children, and left his most faithful friend Pythias in his room with this condition, that if he failed to return in three days, his friend should be executed in his stead. Before the appointed time Dionysius visited Pythias in prison, and said, what a fool art thou to have come under such an engagement? Canst thou think that Damon will return and save thy life? My Lord, said Pythias with a firm voice, my friend cannot fail. I am as certain of his fidelity as of my own existence. But I beseech God to preserve his life. I beseech the wind to detain him.

রিল না। ইতোমধ্যে তাহারা আপনারদের প্র ভুকে এক নির্ভয় স্থানে লইয়া গেল।

৩৩ ডামন ও পিথিয়স।

সৈরাকুশনামক নগরের অতিনির্দয় রাজা ডৈ য়োনিসিয়স অতিশয় নিষ্ঠুরস্বভাবক হইয়া ডাম নের প্রাণদণ্ডের হুকুম করিলেন। ডামন আ পন স্ত্রী ও সন্তানেরদিগকে দর্শন করিতে অনুম তি পাইয়া আপনার অতিবিশ্বস্ত মিত্র পিথিয়সকে এই নিয়মে আপন প্রতিনিধি রাখিয়া গেলেন যে যদি তিনি তিন দিবসের মধ্যে ফিরিয়া না আ ইসেন তবে তাঁহার বিনিময়ে তাঁহার এই মিত্রের প্রাণদণ্ড হইবে। নিয়মিত কাল গত না হইতে ডৈয়োনিসিয়স কারাগারে পিতিয়সের সঙ্গে দে খা করিয়া কহিলেন যে এই নিয়ম করাতে তো মার কি উন্মত্ততা হইয়াছে তুমি কি মনে ক রিতেছ যে ডামন কখন ফিরিয়া আসিয়া তো মার প্রাণ রক্ষা করিবে। পিথিয়স অগভীরস্ব রে কহিলেন যে হে মহাশয় আমার মিত্র ক দাচ আসিতে ত্রুটি করিবেন না আপনার জীব নের বিষয়ে যেমন প্রত্যয় রাখি তেমন তাঁহার প্রত্যয়ের উপরে রাখি কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে আ মার এই প্রার্থনা যে তিনি তাঁহার প্রাণ রক্ষা ক রেন বায়ুর নিকটে আমার এই প্রার্থনা যে তিনি

May he not arrive till by my death I have saved his life, which is of so much more value than mine. My life is of little service. His is valuable to his friends, to his wife, to his children. I have only one wish, that he may be detained by adverse circumstances till the period for his arrival has passed. The tyrant was struck with astonishment at this magnanimity. He endeavoured to speak, but his voice failed him, and he retired.

At length the day for the execution arrived, but Damon had not returned. Pythias was brought out of prison and with a cheerful countenance ascended the scaffold, and thus addressed the assembled people, God has heard my prayers and is propitious to me. The winds have been contrary. Damon could not arrive; he will certainly be here to-morrow, and my blood shall ransom that of my friend. As he finished these words, a noise was heard at the extremity of the crowd, and a voice arose from a distance

তাহাকে আটক করেন। আমার প্রাণাপেক্ষা তাঁ
হার বহুমূল্য প্রাণ আমি আপনার মৃত্যুর দ্বারা
যেপর্য্যন্ত রক্ষা করি সেপর্য্যন্ত তিনি ফিরিয়া না
আইসুন। আমার প্রাণের অল্প প্রয়োজন কিন্তু
তাঁহার প্রাণ তাঁহার মিত্র স্ত্রী সন্তানাদির নিমি
ত্তে অত্যাবশ্যক। আমার কেবল এক বাঞ্ছা আ
ছে যে তিনি কোন দুর্যোগক্রমে প্রত্যাগমনের নি
য়মিত কালগতহওনপর্য্যন্ত আটক থাকেন। নির্দয়
রাজা এই মহাত্মতা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ ক
রিলেন ও বাক্‌রোধ হইয়া সেখানহইতে প্রস্থান
করিলেন।

অপর দণ্ডের নিয়মিত দিন আগত হইল কিন্তু
ডামন পঁহুছিলেন না। অতএব পিথিয়স কা
রাগারহইতে আনীত হইয়া প্রফুল্ল বদনে মৃত্যুর
মঞ্চের উপরে আরোহণ করিয়া একত্রীভূত লো
কেরদের নিকটে এই প্রসঙ্গ করিলেন ঈশ্বর আমার
প্রার্থনা শুনিয়াছেন এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হ
ইয়াছেন। বায়ু তাঁহার প্রাতিকূল্য করিয়াছেন
ডামন প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই। কল্য
তিনি অবশ্য এই স্থানে উপস্থিত হইবেন এবং
আমার রক্তপাতে আমার মিত্রের প্রাণরক্ষা হ
ইবে। এই কথা সমাপ্ত করিবামাত্র জনতার অ
ন্তভাগে এক জনরব হইল এবং অতিদূরহইতে
এই শব্দ শুনা গেল যে রহ জল্লাদ রহ। তাহাতে

exclaiming, stop, executioner, stop. A man came up covered with dust and sweat, and in an instant leaped off his horse, and ascending the scaffold, embraced Pythias. This was Damon; he instantly exclaimed, you are safe my friend, you are safe. But Pythias instead of testifying any pleasure at his arrival exclaimed, by what cruel haste have you arrived here to die? Why did not the winds detain you one hour longer? But since I cannot die to save you, I will die to accompany you. Dionysius the tyrant who was present was touched with the scene; he descended from his throne, and ascending the scaffold said, live, ye incomparable friends, live; you have demonstrated that virtue still lives in the world. Live happy in your friendship; but grant me this favor; receive me into the number of your friends, and let me participate in a friendship of so divine a character.

ধূলাতে ও ঘর্ম্মেতে আবৃত এক ব্যক্তি ত্বরায় আসিয়া তৎক্ষণাৎ আপন অশ্বহইতে নামিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক মৃত্যুর মঞ্চের উপরে উঠিয়া পিথিয়সকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। এই যে ব্যক্তি তিনি ডামন তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন যে হে মিত্র তোমার আর ভয় নাই ভয় নাই। কিন্তু পিথিয়স তাহার আগমনে কিছু তুষ্টি প্রকাশ না করিয়া কহিলেন যে কি নির্দ্দয় ক্রিয়া করিয়া বেগগমনপূর্ব্বক তুমি মরণার্থে এখানে পঁহুছিয়াছ। বায়ু কি নিমিত্তে তোমাকে আর এক ঘণ্টা স্থগিত রাখেন নাই। কিন্তু যদি আমি তোমাকে রক্ষা করণার্থে মরিতে না পারি তথাপি তোমার সঙ্গে অবশ্য মরিব। নিষ্ঠুর রাজা যে ডৈয়োনিসিয়স তিনি তৎসময়ে সেখানে বর্ত্তমান ছিলেন এবং ইহা দর্শনে তাঁহার প্রাণ একেবারে কোমল হইল। তিনি আপন সিংহাসনহইতে নামিয়া মৃত্যুর মঞ্চের উপরে আরোহণপূর্ব্বক কহিলেন যে হে অদ্বিতীয় মিত্রেরা জীবৎ থাক জীবৎ থাক সুজনতা যে অদ্যাপি পৃথিবীতে বাস করেন ইহা তোমরা আমাকে দর্শাইয়াছ। মিত্রের আলিঙ্গনে তোমরা বাস কর কিন্তু আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাকে আপনারদের মধ্যে গণ্য কর যে আমি এই মত ধার্ম্মিক মিত্রতার সম্ভোগী হই।

33. *Royal Guardian.*

Henry king of Sicily, left at his death his son John, a child 22 months old, and entrusted the guardianship of him to his brother Ferdinand. No man enjoyed a fairer character than Ferdinand. He was wise and resolute in action, mild in his manners, distinguished among honorable men. The eyes therefore of the whole people were turned upon him as the man best calculated to govern the kingdom. But Ferdinand had no other desire than that of administering the government on behalf of his infant nephew. He was repeatedly requested to take upon himself the crown, but he never listened to this request. When some of the nobles made this proposition to him, he reproved them with indignation, and told them that as his nephew was too young to defend his own right, they and he were the more bound to maintain it. He was one day informed, that the nobles intended in public council on the next day, to propose his taking the crown up-

৩৩ রাজকীয় টর্ণি।

সিসিলির রাজা হেনরি আপন মৃত্যুকালে জান নামক বাইশ মাসের এক বালক রাখিয়া এবং ফরডিনাণ্ডনামক আপন ভ্রাতাকে টর্ণি করিয়া পরলোকগত হন। ফরডিনাণ্ড অপেক্ষা অন্য কোন ব্যক্তি শিষ্টাচারবিষয়ে অধিক খ্যাত ছিল না। কর্ম্মচালানে তিনি বুদ্ধিমান ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন ব্যবহারে অতিকোমল সম্ভ্রমজনক কর্ম্মকারির শিরোমণি। অতএব রাজ্যের সমস্ত লোকেরা তাঁহাকে রাজ্যের ভার লওনে অত্যুপযুক্ত বুঝিয়া তাঁহার উপরে দৃষ্টি রাখিল কিন্তু ফরডিনাণ্ড আপন বালক ভ্রাতুষ্পুত্রের নিমিত্তে রাজকীয় ব্যাপার চালাওনবিনা অন্য কোন ইচ্ছা প্রতিপালন করেন নাই। লোকেরা বারম্বার তাঁহাকে মুকুট ধারণ করিতে মিনতি করিল কিন্তু তিনি সে মিনতি কদাচ শ্রবণ করিলেন না। যখন কুলীনেরদের মধ্যে কেহ এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেন তখন তিনি তাঁহারদিগকে ক্রোধপূর্ব্বক তর্জন করিতেন এবং কহিতেন যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বাল্যপ্রযুক্ত আপন অধিকার রক্ষাকরণে অক্ষম অতএব তাহার অধিকার বজায় রাখিতে তোমারদের ও আমার অধিক উচিত। এক দিন তিনি শুনিলেন যে আপন মস্তকে মুকুট ধারণ করেন এই বিষয় কুলীনেরা রাজসভাতে পর দিবসে প্রসঙ্গ করিবেন অত

on himself. He therefore came prepared to the assembly. On arriving there, one of the nobles getting up, thus addressed him, whom Ferdinand is it your pleasure that we should declare king? He replied, whom but John the son of my brother? Drawing forth the infant prince from under his cloak he said, who but this infant ought to be declared king? Then lifting him upon his shoulders he said, God save king John, God save king John. He immediately ordered the royal banner to be unfurled, and placing the infant upon the throne, cast himself prostrate before him and saluted him as king. All the nobles astonished at this fidelity, followed his example.

34. *The king and the hawk.*

The Persians relate of one of their kings that being one day on a hunting party with his hawk, a deer started up before him; he followed it with great eagerness till it was taken.

এব তিনি আপনাকে প্রস্তুত করিয়া সভায় গমন করিলেন। তথায় পঁহুছিলে কুলীনেরদের এক জন উঠিয়া তাঁহাকে ইহা কহিলেন যে হে ফরুডি নাও তোমার পরামর্শে আমরা কাহাকে রাজার ন্যায় প্রকাশ করিব। তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলেন যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র জানবিনা কাহাকে প্রকাশ করিবা। ইহা কহিয়া তিনি আপন পোশাকের তলহইতে সেই বালককে বাহির করিয়া কহিলেন যে এই বালক বিনা আর কাহাকে রাজা করিতে উচিত। অপর তিনি সেই বালককে আপনার স্কন্ধে করিয়া কহিলেন যে ঈশ্বর জান রাজাকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন। অনন্তর রাজধ্বজা বিস্তার করিতে হুকুম করিয়া সেই বালককে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইলেন ও আপনি অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বাদশাহের ন্যায় মানিলেন। কুলীনেরা তাঁহার বিশ্বস্ততায় চমৎকৃত হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেন।

৩৪ বাদশাহ ও শ্যেনপক্ষী।

পারসীরা আপনারদের এক বাদশাহের বিষয়ে ইহা কহে যে এক দিবস তিনি আপন শ্যেন পক্ষী লইয়া মৃগয়াকরণার্থে গমন করিলে একটা হরিণ তাঁহারসম্মুখে দৃষ্ট হইল তাহাতে বাদশাহ

The courtiers were left behind in the chase. The king being thirsty, rode about in search of water. At length discovering some trickling down from a rock, he took a little cup and held it to catch the water. Just as the cup was filled and he had raised it to his lips, the hawk shook his pinions and overset. The king was moved at this and again applied the cup to the rock to catch the water. When the cup was replenished and he was lifting it to his mouth, the hawk clapped his wings and threw it down a second time. The king being now enraged, dashed the bird with such violence against the ground, that it expired.

At this moment, the king's servants arrived. Having a great desire to taste the water but unable to wait till it was collected in drops, he ordered his servant to go and fill the cup at the fountain head. The servant on reaching the

ব্যগ্রতাপূর্ব্বক হরিণ না মারণ পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিলেন। মৃগয়াকরণে বা দশাহের অমাত্যেরা পিছে পড়িল। বাদ শাহ অতিশয় পিপাসিত হইয়া ইতস্ততো জ লের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন অপর তিনি পর্ব্বতহইতে বিন্দু২ জল নির্গত হইতেছে ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নীচে ক্ষুদ্র এক পাত্র রাখিয়া নির্ঝরিত জল ধরিতে লাগিলেন কিন্তু যেমন পাত্র পরিপূর্ণ হইলে আপন ওষ্ঠ স্পর্শ করান তেমনি ঐ শ্যেনপক্ষী আপন পক্ষদ্বারা তাহা উ ল্টিয়া ফেলে। বাদশাহ ইহাতে বিরক্ত হইয়া ঐ পাত্রেতে পুনর্ব্বার জলধরণার্থে পর্ব্বতের নীচে তা হা রাখিলেন কিন্তু যেমন পাত্র পরিপূর্ণ হইল এ বং বাদশাহ তাহা আপন মুখে তুলিলেন তেমন শ্যেনপক্ষীও আপনার ডেনার দ্বারা পুনর্ব্বার তাহা ফেলিয়া দিল। বাদশাহ তাহাতে রাগা ন্বিত হইয়া পক্ষিকে মৃত্তিকার উপরে এমত আছা ড় মারিলেন যে তাহাতে পক্ষী পঞ্চত্ব পাইল।

এতৎ সময়ে বাদশাহের অমাত্যগণেরা সেই স্থানে পঁহুছিল। জল চাকিতে অতিশয় ব্যগ্র হই য়া এবং যেপর্য্যন্ত বিন্দু২ করিয়া জল একত্র করা যায় সেপর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষা করিতে না পারি য়া তিনি আপন ভৃত্যকে পর্ব্বতের জলোৎপ ত্তির স্থানহইতে পাত্র পরিপূর্ণ করিতে আজ্ঞা

top of the rock found an immense serpent lying dead and his poisonous foam mixing with the water as it rolled down. He descended and related the circumstance to the king, and poured out water for him from his own flagon. As the king lifted the cup to his lips, the tears gushed from his eyes; he remembered the circumstances of the hawk and reproached himself for his own anger in having put to death so faithful a bird, and for the rest of his life always appeared melancholy.

35. *A Faithful Servant.*

When king James the 2nd. of England was driven from the throne of his ancestors and retired into France, he was followed with fidelity by a Lady of good family but of ruined fortune. She was compelled gradually to dismiss all her servants till her footman who had lived with her for twenty years alone was left. She called him one day and told him that she was unable to keep him any longer,

করিলেন। চাকর পর্ব্বতের শৃঙ্গে পঁহুছিয়া দেখিল যে মৃত একটা বৃহৎ সর্প সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহার বিষযুক্ত ফেণা পতনশীল জলের সঙ্গে মিশ্রিত হইতেছে। সে নামিয়া এই সকল বৃত্তান্ত বাদশাহকে কহিয়া আপন মশকহইতে কিঞ্চিৎ সলিল বাদশাহকে দিল। বাদশাহ যেমন সেই পাত্র আপন ওষ্ঠের নিকটে তুলিলেন তেমন তাঁহার অশ্রু নির্গত হইল। অপর শ্যেন পক্ষির সকল বিবরণ স্মরণ করিয়া তিনি রাগ করিয়া যে এমত বিশ্বস্ত পক্ষিকে হত করিয়াছিলেন ইহাতে আপনাকে অতিশয় ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন এবং তাহার পর তাঁহার যাবজ্জীবন তিনি ম্লানবদনে থাকিলেন।

৩৫ বিশ্বস্ত ভৃত্য।

ইংগ্লণ্ডের দ্বিতীয় জেম্স রাজা আপন পৈতৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া ফ্রান্সদেশে গমন করিলে উত্তম কুলজাতা কিন্তু যোত্রহীনা এক স্ত্রী বিশ্বস্ততাপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে গেল। ঐ স্ত্রীর ক্রমে২ আপন সমুদয় চাকরেরদিগকে বিদায় করিতে হইল এবং কেবল তাহার সঙ্গে বিংশতি বৎসর অবস্থিতিকারী অবশিষ্ট এক চাকর থাকিল। এক দিবস তিনি তাহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে ইহার পর তোমার প্রতি

He replied that he would live and die in her service, let what would happen; his mistress told him that she was totally ruined, that she had sold every thing she possessed and was obliged to seek for service for her own maintenance But her servant vowed that he would not quit her and brought her all that he had saved for twenty years. He then engaged himself in the service of a brazier, at four pice a day. Every evening he brought his wages to his mistress, and thus supported her for four years.

36. *Singular Fidelity.*

One of the descendants of James the second who had been deposed, endeavoured in the year 1745 to recover his paternal throne, but being defeated in battle, the king of England offerd a reward of three lacs of rupees to any one who should discover him and deliver him up. He took refuge with two common thieves, who protected him with fidelity and

পালনকরা আমার অসাধ্য সে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল যাহা হউক কিন্তু তোমার সেবাকরত আমি মৃত্যুপর্য্যন্ত থাকিব। তাহার মনিব কহিলেন যে আমি নিতান্ত যোত্রহীনা আমার যাহা ছিল তাহা বেচিয়াকিনিয়া খাইয়াছি এবং আমার আপন ভরণপোষণার্থে এখন চাকরীর চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু তাহার চাকর বিশ বৎসর পর্য্যন্ত যে কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা সমুদয় ঐ স্বামিনীর নিকটে আনিয়া দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিল যে কদাচ তোমাকে পরিত্যাগ করিব না পরে দৈনিক চারি পয়সা বেতনে এক জন কাঁসারির সেবা করিতে লাগিল। প্রতিদিন বৈকালে আপন স্বামিনীকে আপন সেই মাহিয়ানা আনিয়া দিয়া এইরূপে চারি বৎসরপর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিপালন করিল।

৩৬ অত্যাশ্চর্য্য বিশ্বস্ততা।

ইংগ্লণ্ডের যে দ্বিতীয় জেম্‌স রাজা সিংহাসন চ্যুত হইয়াছিলেন তাঁহার এক সন্তান ১৭৪৫ সালে আপন পৈতৃক সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইলে ইংগ্লণ্ডদেশের বাদশাহ এইমত ঘোষণা করাইলেন যদ্যপি কেহ তাঁহাকে ধরিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করে তবে সে তিন লক্ষ টাকা পারিতোষিক পাইবে জেম্‌সের ঐ সন্তান দুই জন ডাকাইতের

robbed for his support. From their house he escaped into France. A short time after, one of these men who had resisted the reward of three lacs of rupees lest he should commit a breach of faith, was hanged for stealing a cow of the value of fifteen Rupees.

37. *Changing one's religion.*

When one of the kings of France solicited one of his chief counsellors to change his religion and to embrace the same faith with his master, promising to give him as a reward a high post in the government, he nobly replied, If I could betray my God for a place in the Government, I might betray my sovereign for a smaller thing; if I become unfaithful to God, how can I remain faithful to you.

38. *Columbus.*

When Columbus after the most astonishing perseverance, had discovered America and

গৃহে আশ্রয় লইলেন তাহারা অতিশয় বিশ্বস্ততা রূপে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিল এবং তাঁহারপ্রতিপালনের নিমিত্তে তাহারা প্রতিদিন ডাকাইতী করিল। তাহারদের গৃহহইতে তিনি ফ্রান্স দেশে পলায়ন করিলেন। কিছু কালের পরে ঐ দুই দস্যুর মধ্যে এক জন যে বিশ্বস্ততা উল্লঙ্ঘনকরণের ভয়েতে তিন লক্ষ টাকা পারিতোষিক হেয় জ্ঞান করিয়াছিল সে পনের টাকার এক গরু চুরী করাতে ফাঁসী পাইল।

৩৭ মত পরিবর্ত্তনকরণ।

যখন ফ্রান্সদেশের এক জন রাজা আপনার প্রধান এক মন্ত্রিকে তাহার ধর্ম্ম পরিত্যাগকরণ পূর্ব্বক আপনধর্ম্মাবলম্বন করিতে রাজ্যের মধ্যের উচ্চ পদের লাভ দর্শাওনেতে প্রবৃত্তি জন্মাইলেন তখন তিনি এই উত্তম প্রত্যুত্তর করিলেন যে যদি আমি রাজ্যের মধ্যে উচ্চ পদপ্রাপণের লোভে স্বীয় ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি তবে যৎকিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে আমি স্বীয় রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব। ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসী যদি হই তবে তোমার প্রতি কিরূপে বিশ্বাসী হইব।

৩৮ কলম্বস।

যখন কলম্বস অত্যাশ্চর্য্য স্থির মনস্কতাপ্রযুক্ত

thus added a new world to the dominion of his king, instead of receiving a reward, he was brought home in chains, by order of his king. The Captain of the vessel knowing his character and dignity offered to take off his chains and to make his passage easy, but Columbus while he thanked him for his kindness, refused it, saying that these chains were the rewards and honors which he had received from his king whom he had served as faithfully as he had served his God. These marks of honor he would keep till his death.

39. *Faithfulness of a servant.*

By a law of Persia, the king was allowed to go as frequently as he desired into the haram of his subjects. Shah Abas, one of the kings of Persia, after being intoxicated at the house of one of his friends, attempted to enter the apartment of his ladies, but was stopped by the door-keeper, who said that no one besides the master should enter there, while he was the

আমেরিকা দেশ দর্শন করিয়া আপন রাজার অ
ধিকারের মধ্যে এক নূতন পৃথিবী সংযুক্ত করি
লেন তখন সেই বাদশাহের নিকটহইতে পারি
তোষিক না পাইয়া বরং তাঁহার হুকুমে শৃঙ্খলে
বদ্ধ হইয়া তিনি স্বদেশে আনীত হইলেন। জা
হাজপতি তাঁহার আচার ও প্রতাপ জানিয়া
শৃঙ্খল মুক্ত করিতে এবং সমুদ্রপথে তাঁহার
গমন সহজ করিতে প্রসঙ্গ করিলেন কিন্তু কলম্বস
তাহাতে এই উত্তর করিলেন যে তোমার এই
সদাশয়ের বিষয়ে আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ হইলাম
কিন্তু তাহা গ্রহণে অক্ষম। যে রাজাকে আমি আ
পনার ঈশ্বরের ন্যায় বিশ্বস্ততারূপে সেবা করি
য়াছি সেই রাজা পারিতোষিক ও সম্ভ্রমের উপ
লক্ষে আমাকে এই শৃঙ্খল দিয়াছেন অতএব এই
সম্ভ্রমসূচক চিহ্ন আপন মৃত্যুপর্য্যন্ত রাখিব।

৩৯ চাকরের বিশ্বস্ততা।

পারসীদেশের এক ব্যবস্থাতে ইহা লিখিত আ
ছে যে বাদশাহ ইচ্ছা করিলে প্রজার অন্তঃপুরে
যাইতে পারেন। ঐ দেশের শাহ আবাসনামক
এক রাজা আপন মিত্রের নিকেতনে মত্ত হইয়া
তাহার অন্তঃপুরে যাইতে উদ্যোগ করিলেন কিন্তু
দ্বারপাল তাঁহাকে এইরূপ উত্তর করিয়া স্থগিত
করিল যে আমি যত কাল এই দ্বার রক্ষা করি
তত কাল আমার প্রভুভিন্ন অন্য কেহ এ অন্তঃ

porter. The king replied; dost thou not know me? yes, answered the porter, I know you are king of the men, but not of the women. Shah Abbas pleased with the fidelity of the servant, returned to his own palace. His friend on hearing of the circumstance, immediately repaired to the king, and falling at his feet begged pardon for his domestic, whom he said he had already dismissed from his service for his stupidity. I am very glad to hear it, replied the king, for I shall now take him into my own service.

40. *Roman Captives.*

In the war between Hannibal, the Carthaginian general and the Romans, ten Romans were taken prisoners. Hannibal sent them to the Roman senate to propose an exchange of prisoners. Before their departure, they engaged by an oath to return to the camp of the Carthaginians if their errand were unsuccessful. The senate rejected the proposal of Han-

পুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। বাদশাহ কহিলেন যে কি আমাকে চিনিস না তাহাতে দ্বারপাল কহিল যে আপনি নরপতি বটে কিন্তু স্ত্রীপতি নহেন বাদশাহ ভৃত্যের বিশ্বস্ততায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আপন বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার মিত্র এই বিষয় অবগত হইলে তৎক্ষণাৎ বাদশাহের নিকটে গিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া আপন ভৃত্যের অপরাধের বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন যে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রযুক্ত তাহাকে চাকরীহইতে দূর করিয়া দিয়াছি। বাদশাহ উত্তর করিলেন যে ইহা শ্রবণে আমি অতিসন্তুষ্ট হইলাম যেহেতুক আমি তাহাকে এইক্ষণে আপনার চাকরের মধ্যে রাখিব।

৪০ রোমাণেরদের যুদ্ধলব্ধ সৈন্য।

কার্থাজের সেনাপতি হানিবালের রোমাণেরদের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে দশ জন রোমাণ ধৃত হইল। হানিবাল তাহারদিগকে উভয়পক্ষে যুদ্ধলব্ধ সৈন্যেরদের পরিবর্ত্তনের প্রসঙ্গ করিতে রোমাণেরদের মহাসভার নিকটে প্রেরণ করিলেন। প্রস্থানকরণের পূর্ব্বে তাহারা প্রত্যেক জন শপথকরণপূর্ব্বক কহিল যে তাহারদের প্রতিজ্ঞাত কর্ম্ম যদি নিস্ফল হয় তবে তাহারা কার্থাজেরদের ছাউনিতে ফিরিয়া আসিবে। রোমাণের

nibal, and nine of the prisoners honorably returned to deliver themselves up to him; but the tenth refused to return on pretence that he had already fulfilled his oath; for after setting out on his journey he had pretended to return to fetch something from the camp of the enemy. The senate however disclaimed this deceit, and commanded him to be delivered up to the Carthaginians.

41. *Honorable Reply.*

King Edward the 4th, of England, sent one of his generals Herbert to reduce a castle in Wales. On arriving there he found it so strong that he despaired of taking it except by blockade or by famine. The Commander of the fort at length agreed to surrender, on condition that he would use his utmost endeavor to save his life. This the general promised to do.

দের মহাসভা হানিবালের প্রসঙ্গ হেয় জ্ঞান করিলেন এবং ধৃত ব্যক্তিরদের মধ্যে নয় জন আপনারদের সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আপনারদিগকে বিপক্ষের হস্তে পুনঃসমর্পণ করিল। কিন্তু দশম ব্যক্তি এই ছলে প্রত্যাগমন করিতে অস্বীকার করিল যে আমি আপনার শপথ ইহার পূর্ব্বে পরিপূর্ণ করিয়াছি কেননা যাত্রা করণের পর কোন এক দ্রব্য আনয়নের ছলে বিপক্ষেরদের ছাউনিতে ফিরিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু মহাসভা এইপ্রকার প্রতারণা তুচ্ছ করিয়া তাহাকে কার্থাজেরদের হস্তে সমর্পণ করিতে হুকুম দিলেন।

৪১ সম্ভ্রমজনক প্রত্যুত্তর।

ইংগ্লণ্ডদেশের চতুর্থ এড্‌বার্ডনামক রাজা হরবর্টনামক আপনার এক সেনাপতিকে উএল্স প্রদেশের এক দুর্গ আক্রমণার্থে প্রেরণ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে দুর্গ এইমত দৃঢ় যে তাহা অবরোধপূর্ব্বক অথবা দুর্গস্থেরদের আহার নিবারণ বিনা লওয়া ভার। অবশেষে কিল্লাদার তাঁহার হস্তে এই নিয়মে দুর্গ সমর্পণ করিতে প্রসঙ্গ করিল যে তিনি তাহার প্রাণ রক্ষাকরণার্থে যথাসাধ্য উদ্যোগ করিবেন। রাজার সেনাপতি ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। অপর

When therefore the castle had been given up, the general conducted the commander to the king and begged that his life might be spared, saying, that it was in expectation of this favor that he had delivered up a fortress which he might have defended. The king replied that his commission did not authorize him to promise a pardon; that in having delivered up the hostile commander he had done his duty; and that the sparing of his life depended on the king's pleasure. Herbert replied that he had engaged to do the utmost in his power to save his life, which he had not yet done; he therefore humbly besought his majesty to do one of two things; either to replace the commander in the fort and command some one else to take him out; or to take his own life in lieu of that of the commander, since that was the last thing he could do to redeem his promise. The king finding Herbert so very importunate, pardoned the commander, but bestowed no reward on his faithful general.

দুর্গ এইরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইলে সেনাপতি কিল্লাদারকে বাদশাহের নিকটে লই য়া গিয়া ইহা কহিয়া তাহাকে বাঁচাইতে মিন তি করিলেন যে প্রাণরক্ষার আশাতে যে কিল্লা হইতে আমাকে সে অবরোধ করিতে পারিত সেই কিল্লা আমার হস্তে সমর্পণ করিল। বাদ শাহ কহিলেন যে প্রাণদণ্ডের ক্ষমার অঙ্গীকার করিতে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া যায় নাই। শত্রু কিল্লাদারকে আমার নিকটে সমর্পণ করাতে তো মার কার্য্যসিদ্ধি হইল কিন্তু তাহার প্রাণদণ্ডের ক্ষ মাকরণে কেবল বাদশাহের ইচ্ছার অপেক্ষা রা খে। হরবর্ট উত্তর করিলেন যে আমি তাহার নি কটে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে আমি যথাসাধ্য তোমাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব সেই যথা সাধ্য উদ্যোগ অদ্যাপি হয় নাই অতএব আমি ম হারাজের নিকটে এই মিনতি করি যে মহাশয় হয় ঐ কিল্লাদারকে ঐ কিল্লায় পুনর্ব্বার স্থাপন ক রিয়া সেখানহইতে তাহাকে বাহির করিতে অন্য কাহাকে হুকুম দেন নতুবা তাহার পরিবর্ত্তে আ মার প্রাণ লন। এই বিনা আমি আপনার অঙ্গী কার পূর্ণ করিতে অন্য কোন উপায় দেখি না। বা দশাহ যখন দেখিলেন যে হরবর্ট সেনাপতি তাঁহা কে ছাড়ে না তখন কিল্লাদারের প্রাণ দণ্ড ক্ষমা করিলেন কিন্তু আপন বিশ্বাসি সেনাপতিকে কিছু পারিতোষিক দিলেন না।

42. *Astonishing instance of fidelity.*

Peterborough, a noble English General, was engaged together with a German general in besieging the town of Barcelona. The Governor offered to capitulate, and came to the gates to settle the conditions with the English General. Before the articles were signed, loud shouts were heard in the streets; on which the governor reproached the general saying, while we are settling the terms of capitulation with unsuspecting honor, your soldiers are faithlessly entering the town by the ramparts, and are committing every kind of outrage. You do injustice to the English, said the general; the treachery is committed by the German troops, my allies, but permit me to enter the town, and I will immediately repress the outrage, and faithfully return to the gates of the town and finish the terms of capitulation.

The English General made this proposal with so great appearance of truth, that the Governor accepted it with confidence. Peterbo-

৪২ আশ্চর্য্য বিশ্বস্ততা।

ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি পিতরবরনামক এক জন কুলীন জর্ম্মণিদেশীয় এক সেনাপতির সহকারিতা করণ সময়ে বার্সিলোনানামক নগর বেষ্টন করিলেন। নগরাধ্যক্ষ নগর সমর্পণ করিতে প্রসঙ্গ করিল এবং ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতির সঙ্গে তদ্বিষয়ের নিয়ম নিশ্চয়করণার্থে নগরের দ্বারপর্য্যন্ত আগমন করিল। নিয়মপত্রে স্বাক্ষর না হইতে নগরের রাস্তার মধ্যে অতিশয় কোলাহল শুনা গেল তাহাতে নগরাধ্যক্ষ ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিকে অতিশয় তিরস্কারপূর্ব্বক কহিল যে আমরা যে কালে নিঃসন্দেহরূপে সম্ভ্রমপূর্ব্বক তোমার স্থানে নগর সমর্পণের নিয়ম স্থির করিতেছি সেই কালে তোমার সৈন্যেরা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক নগরের প্রাচীর ডিঙ্গিয়া সকল প্রকার অত্যাচার করিতেছে। সেনাপতি প্রত্যুত্তর করিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বিষয়ে অন্যায় বোধ করিতেছ সেই বিশ্বাসঘাতকতা আমার সহকারি জর্ম্মণি সৈন্যেরদের দ্বারা হইতেছে কিন্তু আমাকে নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলে আমি এ সকল অত্যাচার নিবারণ করিব এবং বিশ্বাসরূপে নগরের এই দ্বারে ফিরিয়া আসিয়া সমর্পণের নিয়ম সকল সম্পূর্ণ করিব।

ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিএই প্রসঙ্গ এইমত করিলেন যে তাঁহার সত্যতার বিষয়ে কিছু সন্দেহ থাকিল

rough hastened to the streets, where he found the German soldiers pillaging the houses of the principal inhabitants. He drove them away, and obliged them to leave the booty they were carrying off. After having thus quieted every disturbance, he left the city and coming back to the gates, concluded the terms of the capitulation as had been previously agreed on. The Spaniards were surprized at the fidelity of the English, for they had formerly been accustomed to treat them as barbarians.

43. *School boy friendship.*

Of two young men who had been educated at Eton, a celebrated school in England, the one became one of the principal ministers of the king of England in 1715. The other had joined a rebellion in Scotland, and being taken in arms against the king was condemned to death. His former associate besought the king for his life, but his request was refused. On

না এবং নগরাধ্যক্ষ অতিশয় প্রত্যয়পূর্ব্বক তাহা গ্রাহ্য করিল। অপর পিতরবর অতিশীঘ্র নগরের রাস্তায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে জর্ম্মনি সৈন্যেরা নগরের প্রধান লোকেরদের গৃহ লুঠ করিতেছে। তিনি সেখানহইতে তাহারদিগকে তাড়াইয়া দিয়া যে লুঠিত বস্তু তাহারা লইয়া যাইতেছিল তাহা সেই স্থানে রাখাইলেন। এই রূপে সকল অত্যাচার নিবারণ করিলে তিনি নগর ত্যাগ করিয়া দ্বারের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া তাহার পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে নগর সমর্পণের নিময় সাঙ্গ করিলেন। স্পানিয়ারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বিশ্বস্ততা দেখিয়া চমৎকার বোধ করিল যে হেতুক পূর্ব্বে তাহারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে অসভ্যের মধ্যে গণ্য করিত।

৪৩ সমাধ্যায়ির মিত্রতা।

ইটননামক ইংগ্লণ্ডদেশের প্রসিদ্ধ এক বিদ্যালয়ে দুই যুবা একত্র পাঠ করিত পরে তাহারদের মধ্যে এক জন ১৭১৫ সালে ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের এক প্রধান মন্ত্রী হইলেন। অন্য ব্যক্তি স্কটলণ্ডদেশে রাজবিদ্রোহী এক উদ্যোগের অংশী হইলও আপন বাদশাহের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণে ধৃত হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডের হুকুম হইল। তাহার প্রাচীন সমাধ্যায়ী ঐ মিত্রের প্রাণরক্ষার্থে

which he threatened to resign his situation if the life of his friend was not spared. This menace produced the desired effect. The life of his friend was granted, and he sent him a considerable sum of money.

44. *A singular legacy.*

An old bachelor in the south of France famous for his wealth and avarice was shunned and hated by every one. He required such attention from his servants as few were disposed to pay; and instead of wages only flattered them with hopes of being remembered in his will. With these hopes, however, he could scarcely prevail on any one to continue with him more than a month; and at length his character became so notorious that master as he was of immense wealth, he could not obtain the service of the meanest individual. He therefore devised this expedient.

বাদশাহের নিকটে অনেক মিনতি করিলেন কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা বিফলা হইল। তাহাতে তিনি তর্জন করিয়া কহিলেন যে আমার মিত্রের প্রাণরক্ষা যদি না হয় তবে আপন পদ ত্যাগ করিব। এই ভয় প্রদর্শানেতে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইল যেহেতক তাঁহার মিত্রের প্রাণদণ্ডের ক্ষমা করা গেল এবং তিনি তাঁহার নিকটে অনেক টাকা প্রেরণ করিলেন।

৪৪ আশ্চর্য্য সোপাধিকদান।

ফ্রান্সদেশের দক্ষিণ ভাগে প্রাচীন এক অবিবাহিত ব্যক্তি ধন ও কৃপণতাতে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং সকলের ত্যাজ্য ও ঘৃণাপাত্র ছিলেন তিনি আপন সকল পরিচারকের নিকটে এমত কঠিন সেবা যাক্ক্রা করিলেন যে কেহ তাহা দিতে ইচ্ছুক ছিল না এবং চাকরেরদিগকে কিছু বেতন না দিয়া কেবল দান পত্রে তাহারদিগকে স্মরণকরণের ভরসা দিতেন। কিন্তু এই ভরসা দিলেও তিনি কাহাকে আপনার নিকটে এক মাসের অধিক টেঁকিতে দেখিলেন না। অবশেষে তাঁহার আচার এইমত বিখ্যাত হইল যে অসীম ধনের স্বামী হইয়াও তিনি কোন এক অতিনীচ ব্যক্তিহইতে যৎকিঞ্চিৎ সেবা পাইতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি এই উপায় ঠাহরিলেন। তিনি

He sent for an attorney and directed him to insert in his will, "I bequeath 1500 Rupees in money and my Estate to the servant who shall close my eyes;" but he never intended, that his will should have any effect. The report of the circumstance very soon spread, and hundreds of persons hastened to offer their services, among whom he selected a stout youth, who had said he cared little for the inconvenience he might suffer, while he had the prospect of the inheritance before him. Having found a man after his own heart, the miser duly installed him in his office. The poor servant, however, was obliged to suffer the extremity of hunger; and it appeared certain that if the miser had lived six months longer, the man must have starved. At length, however, the miser paid the debt of nature.

The next day his relatives came, and endeavoured to obtain possession of his property. The poor servant looked with anxiety to the opening of the will. As soon as it had been read, one of the relatives exclaimed, the

এক জন উকীলকে আহ্বান করিয়া আপন দান পত্রে ইহা লিখিতে হুকুম করিলেন যে যে চাকর মৃত্যুকালে আমার চক্ষু মুদিবে তাহাকে আমি প নের শত টাকা নগদ এবং আমার তালুক দি লাম। এই দান যে সিদ্ধ হয় ইহা তাহার ক দাচ অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু এ বিষয় অতি শীঘ্র প্রচার হইল এবং শত২ লোক তাঁহার নি কটে আসিয়া তাঁহার সেবাতে নিযুক্তহওনার্থে প্রার্থনা করিল। তাহারদের মধ্যে এক বলবান যুবাকে তিনি মনোনীত করিলেন সেই যুবা ক হিয়াছিল যে পারিতোষিকের ভরসা যতকাল থাকে ততকাল ক্লেশ সহিতে আমার ভার বোধ হইবে না। কৃপণব্যক্তি আপন ইচ্ছানুযায়ী এ ইরূপে এক সেবককে পাইয়া অতিশীঘ্র তাহাকে কর্ম্মে অভিষেক করিলেন। কিন্তু গরীব ভৃত্য অ নাহারে প্রায় মরিয়া গেল এবং এইমত বোধ হইল যে সে কৃপণ যদি আর ছয় মাস বাঁচিয়া থাকিত তবে অনাহারে ভৃত্য মরিত। শেষে কৃ পণ পরলোকগত হইলেন।

পর দিবসে তাহার কুটুম্বেরা আসিয়া সকল সম্পত্তি দখল করিতে উদ্যোগ করিল। সেই দ রিদ্র চাকর অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া দানপত্র পাঠ করণের অপেক্ষা করিতে লাগিল। পাঠ হইলে কৃপণের এক জন কুটুম্ব কহিল যে দানে এই

gift is worth nothing to the servant. How so? exclaimed he. The relative replied, The will says, I bequeath the money and my Estate to the servant who shall close my eyes. But as the old miser was blind of one eye, the gift is invalid.

The unfortunate servant on this applied to a lawyer who gave him great hopes of success, if the question were brought into court. A suit was accordingly instituted, and the judges decided, that the object of the testator must be ascertained from the fair and natural meaning of the words; that it was not to be believed that in his last act he meant to commit a fraud, and that there could be no doubt in reason and law that he did really intend to bequeath the estate and money to the servant who should continue faithful to him till he died. They therefore directed the property to be given to the servant. The relatives, however, appealed the cause to the Parliament of Paris, where the decision of the court

চাকরের কিছু উপকার হইবে না। চাকর কহিল যে সে কি। কুটুম্ব উত্তর করিল দানপত্রে লেখা আছে যে যে ভৃত্য আমার মৃত্যুকালে আমার উভয় চক্ষু মুদিবে তাহাকে আমি আপন টাকা ও তালুক দিলাম কিন্তু সে বৃদ্ধ কৃপণ কানা ছিল অত এব তাহার এই দানপত্র অসিদ্ধ।

অভাগা ভৃত্য তাহাতে এক উকীলের নিকটে গমন করিল উকীল তাহাকে কহিলেন যে এই বিষয় আদালতে উপস্থিত হইলে তোমার কৃতার্থ হওনের অধিক ভরসা হয় ইহাতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল। এবং জজসাহেবেরা এই হুকুম করিলেন যে বাক্যের স্বাভাবিক ও অবক্র অর্থের দ্বারা দানকারকের অভিপ্রায় নিশ্চয় করি তে হইবে। তিনি যে আপনার শেষ ক্রিয়াতে কিছু প্রতারণা করিতে কল্পনা করিয়াছিলেন ইহা অতি অসম্ভব এবং যে যে ভৃত্য মৃত্যুকালপর্য্যন্ত বিশ্বস্ততারূপে তাহার নিকটে থাকিবে সে টাকা ও তা লুক পাইবে ইহা যুক্তিসিদ্ধ ও ব্যবস্থাসিদ্ধ হয় এইহেতুক তাঁহারা ভৃত্যকে সম্পত্তি দেওয়াইতে হুকুম করিলেন। কিন্তু কুটুম্বেরা পারিস নগ রের পার্লিমেণ্টে সেই মোকদ্দমার আপীল করিল কিন্তু সেখানেও আদালতের হুকুম সাব্যস্ত

was confirmed and the expected reward bestowed on the poor servant.

45. *Swiss soldiers.*

The Swiss inhabit a poor and mountainous country. Hence they are in the habit of hiring out their soldiers to the sovereigns of Europe. A Swiss general who had bravely served the king of France, asked for the arrears of pay due to the troops. The king's minister Louvois was present at the time, and being vexed at this new demand on the treasury said, Sir, if your Majesty had all the money which has been paid to these Swiss by your predecessors, it would form a path from thence to your Capital. That may be true, answered the brave Swiss general; but if all the blood which the Swiss have shed in the service of France were collected together, it would form a river from hence to Switzerland. The king without another word, ordered their arrears to be paid down.

হইয়া অপেক্ষিত পারিতোষিক দরিদ্র ভৃত্যকে দেওয়া গেল।

৪৫ সুইসদেশীয় সৈন্য।

সুইসদেশীয়েরা অতিদরিদ্র ও পর্ব্বতময় দেশে বাস করেন এইহেতুক তাঁহারা আপনারদের সৈন্যেরদিগকে ইউরোপের নানারাজার নিকটে ভাড়া দেন। সুইসদেশীয় যে এক জন সেনাপতি ফ্রান্সের রাজার সাহসপূর্ব্বক সেবা করণানন্তর সৈন্যের বাকী মাহিয়ানা চাহিলেন। লুবেনামক রাজার মন্ত্রী তৎসময়ে উপস্থিত ছিলেন এবং রাজকোষের উপরে এই নূতন দাওয়া হওয়াতে বিরক্ত হইয়া বাদশাহকে কহিলেন যে হে মহাশয় আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা এই সুইসীয়েরদিগকে যে সকল টাকা দিয়াছেন তাহা থাকিলে সুইসের দেশ অবধি মহাশয়ের রাজধানীপর্য্যন্ত একটা রাস্তা হইতে পারিত। অতিসাহসিক সুইসী সেনাপতি প্রত্যুত্তর করিলেন যে তাহা হইতে পারিত বটে কিন্তু সুইসের সৈন্যেরা ফ্রান্সের যুদ্ধেতে যে রক্তপাত করিয়াছে তাহা সংগৃহীত হইলে এ স্থান অবধি সুইস দেশপর্য্যন্ত একটা নদী হইত। রাজা আর বাক্যমাত্র না কহিয়া তাহারদের বাকী বেতন দিতে হুকুম করিলেন।

46. *Candid culprit.*

The Viceroy of Naples, passing through Barcelona and having obtained leave to release some slaves, went on board the Galley, in which they were confined. Passing through the crew of slaves, he asked several of them what their offences were? Every one excused himself upon various pretences; one said, he was confined out of malice, another through the corruption of the judge, while no one acknowledged the justice of his sentence. But one little black man whom the duke questioned as to the reason of his being there said, "My Lord," "I cannot deny I am justly confined here, for I wanted money, and stole a purse near Tarragona, to keep me from straving." The Viceroy on hearing this, gave him two or three strokes on the shoulder with his stick, saying, "You rogue, what are you doing among so many honest, innocent men? Get out of their company." Having said this, he released the slave, while the rest were left in slavery.

৪৬ সরল দস্যু।

নেপল্‌স দেশাধ্যক্ষ কএক বন্দুয়ানেরদিগকে মুক্তকরণের অনুমতি পাইয়া বার্সিলোনা নগর দিয়া গমন করত তাহারা যে জাহাজে কয়েদ ছিল তাহাতে আরোহণ করিলেন। কয়েদী মল্লারদের শ্রেণী দিয়া গমন করত তিনি কএক ব্যক্তিকে তাহারদের অপরাধের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন প্রত্যেক জন নানাচ্ছলেতে আপনাকে নির্দোষী করিতে লাগিল। এক জন কহিল যে সে অন্যের ঈর্ষাতে বদ্ধ হইয়াছে অন্যে কহিল যে জজসাহেবের ঘুষ খাওয়াতে সে কয়েদ হইল এইরূপে সকলেই কহিল যে আমরা অন্যায়পূর্ব্বক অবরুদ্ধ আছি। তাহারদের মধ্যে খর্ব্ব কৃষ্ণবর্ণ এক ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুই কি অপরাধে এখানে আছিস সে কহিল যে মহাশয় আমি অতিযথার্থতাপূর্ব্বক এখানে কয়েদ হইয়াছি এ আমার স্বীকার করিতেই হইবেক আমার টাকার অভাবপ্রযুক্ত তারাগোনা নগরে এক জনের টাকাপূর্ণ বেটুয়া আপন প্রাণধারণার্থে আমি চুরী করিলাম। রাজার প্রতিনিধি এই কথা শুনিয়া লাঠির দ্বারা তাহার স্কন্ধের উপরে দুই তিন আঘাত করিয়া কহিলেন যে ওরে ডাকাইত এই সকল সত্য নির্দোষি ব্যক্তির মধ্যে তোর কি কর্ম্ম এইক্ষণে তাহারদের সমাজ ছাড়িয়া যা ইহা কহিয়া তিনি সেই বন্দুয়ানকে বন্ধনহইতে মুক্ত করিলেন অন্য সকল বন্দুয়ানেরা কয়েদে রহিল।

47. *King Agrippa.*

When Agrippa was in a private station, he was accused by one of his servants of having spoken injuriously of Tiberius, the Roman Emperor, and was condemned by the Emperor to be exposed in chains before the palace gate. The weather was very hot, and Agrippa became excessively thirsty. Seeing a servant of Caligula pass by with a pitcher of water, he called to him and entreated leave to drink. The servant presented the pitcher with much courtesy; and Agrippa having allayed his thirst, said to him, that if released from this captivity, he would not forget this glass of water. Tiberius dying, his successor Caligula soon after set Agrippa at liberty, and made him king of Judea. Having attained this high station, Agrippa was not unmindful of the glass of water given to him when a captive, but sent for the servant and made him controller of his household.

৪৭ আগ্রিপা রাজা।

যখন আগ্রিপা রাজা সামান্য লোকের অবস্থায় ছিলেন তখন তাঁহার এক ভৃত্য তাঁহার নামে এই অভিযোগ করিল যে তিনি রোমাণ বাদশাহ তিবিরিয়সের প্রতিকূলে হিংসুক কথা কহিয়াছিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাজদ্বারের সম্মুখে রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। সে কাল অতিগ্রীষ্ম ছিল এবং আগ্রিপা অতিশয় তৃষার্ত্ত হইলেন। কালিগুলার এক জন ভৃত্যকে জলপাত্র লইয়া গমনকরত দেখিয়া তিনি তাহাকে ডাকিলেন ও কিঞ্চিৎ জল প্রার্থনা করিলেন। ভৃত্য অতিশয় সদাচারপূর্ব্বক আপন জলপাত্র তাঁহাকে দিল। আগ্রিপা আপন তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিয়া তাহাকে কহিলেন যে যদি আমি এই বন্ধনহইতে মুক্ত হই তবে এই জলপাত্র আমি কদাচ বিস্মৃত হইব না। তিবিরিয়স মরিলে তাহার পদপ্রাপ্ত কালিগুলা কিয়ৎকালানন্তর আগ্রিপাকে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে য়িহুদী দেশের রাজা করিলেন। আগ্রিপা এইরূপ উচ্চ পদপ্রাপ্ত হইলে বন্দিত্বাবস্থায় তাঁহাকে যে এক পাত্র জল দেওয়া গিয়াছিল তাহা বিস্মৃত না হইয়া সেই ভৃত্যকে আহ্বানপূর্ব্বক আপন ঘরের তাবৎ কর্ম্মের কর্ত্তা করিয়া দিলেন।

48. *Filial Piety.*

A Roman historian relates that a woman of distinction having been condemned to be strangled, was delivered to the executioner who sent her to prison in order to be put to death. The gaoler was struck with compunction, and could not resolve to kill her. He chose however to let her die of hunger; but in the mean while suffered her daughter to visit her in prison, only taking care that she brought her no food. Many days passed over in this manner; at length the gaoler surprised that the prisoner lived so long without food and suspecting the daughter, took means secretly to observe their interviews. He then discovered that the affectionate daughter, had all the while prolonged her mother's life with her own milk. Amazed at so tender, and at the same time so ingenious an artifice, he related it to the authorities of the city. This produced the happiest effects; they pardoned the criminal and passed a decree, that the mother

৪৮ মাতৃভক্তি।

রোমাণের ইতিহাসবেত্তা এক জন কহেন যে এক কুলীনা স্ত্রী ফাঁসির হুকুম পাইয়া জল্লাদ কর্ত্তৃক তাঁহার প্রাণদণ্ডহওনার্থে কারাগারে প্রেরিতা হইলেন। কারাগারাধ্যক্ষ কৃপাগ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে নিশ্চয় করিতে পারিল না। অতএব সে তাঁহাকে অনাহারের দ্বারা হত্যা করিতে মনস্থ করিল কিন্তু ইতিমধ্যে সে তাঁহার কন্যাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিয়া কেবল এই বিষয়ে সাবধান করিল যে তিনি কোন আহারীয় দ্রব্য না আনেন। এইরূপে অনেক দিন গত হইলে কারাগারাধ্যক্ষ কয়েদী স্ত্রী নিরাহারে যে এতকাল বাঁচিয়া আছে ইহা আশ্চর্য্য বোধ করিয়া কন্যার উপরে সন্দেহ হওয়াতে গুপ্তরূপে তাঁহারদের সাক্ষাৎকারের সময় উকী মারিয়া দেখিল যে প্রেমাসক্ত কন্যা আপন স্তন্য দুগ্ধের দ্বারা মাতার প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই কোমল অথচ বুদ্ধিমন্ত উপায়েতে চমৎকৃত হইয়া সে নগরাধ্যক্ষেরদিগকে সেই সকল বিবরণ জানাইল। তাহাতে অতিশয় সুফল দর্শিল তাঁহারা সেই স্ত্রীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া এই হুকুম করিলেন যে সেই মাতা ও কন্যা যাবৎ জীবিতা থাকিবে তাবৎ সরকারহইতে বৃত্তি পাইবে এবং

and the daughter should be maintained for the remainder of their lives at the expense of the public, and that a temple, sacred to filial piety should be erected near the prison.

49. *Bajazet.*

Tamerlane the Great, having made war on Bajazet, Emperor of the Turks, overthrew him in battle and took him prisoner. The victor at first gave the captive monarch a very civil reception; and entering into conversation with him said, "Now, king, tell me truly what wouldst thou have done with me had I fallen into thy power?" Bajazet, who was of a fierce and haughty spirit, thus replied: Had the gods given unto me the victory, I would have enclosed thee in an iron cage, and carried thee about with me as a spectacle of derision to the world. Tamerlane wrathfully replied, "Then, proud man, as thou wouldst have done to me, even so will I do unto thee." A strong iron cage was made, into which the fallen emperor was thrust; and thus was he

সেই করাগারের নিকটে মাতৃভক্তিসূচক এক ম
ন্দির স্থাপিত হইবে।

৪৯ বাজাজেট।

মহানামে খ্যাত যে তৈমুরবেগ তিনি তুরুকীয় বাদশাহ বাজাজেটের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া ধরিলেন। জয়ি ব্যক্তি ধৃত রাজার সঙ্গে প্রথমতঃ শিষ্টাচারপূর্ব্বক ব্যবহার করিলেন এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন হে রাজন্ আমাকে সত্য কহ আমি যদি তোমার হস্তগত হইতাম তবে তুমি আমাকে লইয়া কি করিতা। বাজাজেট অতিশয় অহঙ্কারী ও নিষ্ঠুরমনাঃ ছিলেন অতএব তিনি এই প্রত্যুত্তর করিলেন যে যদি দেবতারা আমাকে জয়ী করিতেন তবে আমি তোমাকে একটা লৌহময় পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া সকল লোকের হাস্যদর্শনার্থে আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া সর্ব্বত্র লইয়া যাইতাম। তৈমুরবেগ অতিশয় রাগান্ধ হইয়া এই উত্তর করিলেন যে হে অহঙ্কারি তুমি আমার উপরে যেরূপ ব্যবহার করিতা আমি তোমার প্রতি এখন সেইরূপ ব্যবহার করিব। অপর অতিশয় শক্ত লৌহময় পিঞ্জর প্রস্তুত করিয়া পতিত রাজাকে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলেন এবং তাঁহাকে এইরূপে বন্য

carried along like a wild beast, in the train of his conqueror. Nearly three years were passed by the once mighty Bajazet in this cruel state of durance ; at last being told that he must be carried into Tartary, and in despair of obtaining his freedom, he struck his head with such violence against the bars of his cage, as to put an end to his wretched life.

50. *John, king of France.*

This prince, says an old French chronicler, sold his own flesh ; for, in order to ease his subjects from paying his own ransom when taken prisoner by Edward the English prince, and confined in the Tower of London, he gave his daughter in marriage to the sovereign of Milan for a considerable sum of money. This alliance, though beneath the royal race of France, did honor to the sovereign, its motive being excellent, and could not disgrace the princess, as she became the instrument of

পশুর ন্যায় আপনার সঙ্গে২ লইয়া গেলেন। যে বাজাজেট ইহার পূর্ব্বে এইমত মহত ছিলেন তিনি এই বন্ধনের দুরবস্থায় তিন বৎসর কালক্ষে পণ করিলেন অবশেষে যখন তাঁহাকে কহা গেল যে তার্ত্তার দেশে তোমাকে লইয়া যাইবে তখন মুক্তহওন বিষয়ে হতাশ হইয়া পিঞ্জরের শলাকাতে আপন মস্তকে এমত আঘাত করি লেন যে তাহাতে আপনার অসুখি প্রাণবিয়োগ করিলেন।

৫০ ফ্রান্সদেশের রাজা জান।

এক জন প্রবীণ ফ্রান্সীয় ইতিহাসবেত্তা কহেন যে এই রাজা আপন মাংস বিক্রয় করিলেন। যেহেতুক তিনি যখন এড্বার্ডনামক ইংগ্লণ্ডের রাজ কর্তৃক ধৃত হইয়া লণ্ডননগরের গড়ে কয়েদ ছিলেন তখন আপনার মুক্তির বেতনের ভার যে আপ নার প্রজার উপরে না পড়ে এই নিমিত্তে মিলান দেশের রাজার স্থানে টাকা পাইয়া তিনি তাঁহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিলেন। এই সম্বন্ধ ফ্রান্সদেশীয় রাজকীয় বংশের অনুপযুক্ত বটে তথাপি তাহার অভিপ্রায়ের দৃষ্টে তাঁহার অতি শয় সম্ভ্রম জন্মিল রাজকুমারীরও তদ্দ্বারা কিছু অসম্ভ্রম হইল না কেননা তিনি আপনার দেশস্থ

contributing to the ease and happiness of her country.

John had left in England two of his sons as hostages for the payment of his ransom. One of them, tired of his confinement, escaped to France. His father, more generous, proposed instantly to take his place; and when the principal officers of his court remonstrated against the measure, he said, I myself was permitted to come out of the prison in which my son was confined, in consequence of the treaty which he has violated by his flight. I consider myself therefore no longer free; I fly to my prison; I am engaged to do so by my word; and if honor were banished from all the world, it should find an asylum in the breast of a king.

The magnanimous John accordingly proceeded to England, and became a second time a prisoner in the Tower of London, where he died in 1384.

END OF PART I.

লোকেরদের সুখ ও উপকার বৃদ্ধিকরণের কারণ হইলেন।

ঐ জান রাজা ইংগ্লণ্ডদেশে আপনার মুক্তির বেতনের বন্ধকস্বরূপে আপনার দুই পুত্রকে রাখিলেন। সেই যুবরাজেরদের মধ্যে এক জন বন্ধনেতে বিরক্ত হইয়া ফ্রান্সদেশে পলায়ন করিলেন তাঁহার পিতা তাঁহাঅপেক্ষা মহাত্মা হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরিবর্ত্তে কয়েদ হইতে প্রসঙ্গ করিলেন। এবং তাঁহার প্রধান আমলারা এই বিষয়ে তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিলে তিনি এই উত্তর করিলেন যে যে কারাগারে আমার পুত্র কয়েদ ছিল সে কারাগারহইতে আমি সন্ধি করিয়া মুক্তির অনুমতি পাইলাম সেই সন্ধি আমার পুত্র আপন পলায়নের দ্বারা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে অতএব আপনাকে আমি স্বাধীন জ্ঞান করি না আমি অবশ্য সেই কারাগারে যাইব। আমি আপনার অঙ্গীকারে সেই কর্ম্ম করিতে বদ্ধ আছি এবং যদি সম্ভ্রম ভাবৎ পৃথিবীহইতে লুপ্ত হয় তথাপি রাজারদের হৃদয় তাহার আশ্রয় হইতেই হয়।

অতএব মহাত্মা জান দ্বিতীয় বার লণ্ডন নগরে সেই কারাগারে বদ্ধ হইলেন এবং ১৩৮৪ সালে সেই স্থানে লোকান্তরগত হইলেন।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।